ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহতের খবর নিশ্চিত করল হামাস

সারে-জমিন

দামোদর নদীর বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হল

রূপসী বাংলা

অসহায় জাতিসংঘের হয়ে নোবেল কমিটির ক্ষমা প্রার্থনা

সম্পাদকীয়

বর্ধমান মেডিকেলে একদিনে ৯ জোড়া যমজ সন্তানের জন্ম

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৯ অক্টোবর, ২০২৪
৩ কার্তিক ১৪৩১
১৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

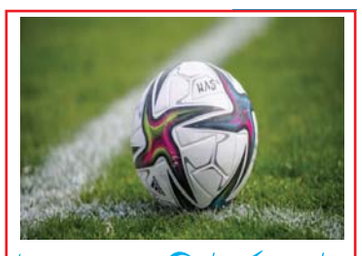

ইন্দো-ফরাসি টুর্নামেন্টে খেলতে প্যারিসে যাচ্ছে মহামেডানের অনূর্ধ্ব-১৮

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 281 ■ Daily APONZONE ■ 19 October 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

মুসলিম বিধায়কদের সিংহভাগই বিধানসভায় নীরব কেন?/৩

মুর্শিদাবাদের ১৬ জন সংখ্যালঘু বিধায়কের মধ্যে সরব মাত্র ৩!

জাইদুল হক

আপনজন: রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে জনসংখ্যা অধ্যুষিত জেলাও মুর্শিদাবাদ। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের মোট জনসংখ্যা ৭১, ০২, ৮০৭জন। জন ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটার ১৩৩৪জন। মোট জনসংখ্যার ৬৬.২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ২২ জন বিধায়কের মধ্যে ১৬ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বাস্তবে দেখা গেছে মুর্শিদাবাদ রাজ্যের মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে শুধু পিছিয়ে নয়, উন্নয়নের নিরিখেও অনেকটাই পিছনের সারিতে। পিছিয়ে পড়া এই সব মানুষদের আশা ভরসা জনপ্রতিনিধিরা। মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু বিধায়কের আধিক্য থাকায় তাদের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সেই ভরসার জায়গাটা কতটা তা সেখানকার মানুষজনই বলতে পারবেন। তবে, হাতে গোনা কয়েকজন সংখ্যালঘু বিধায়ক ছাড়া আর কেউ যে তার নিজ এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মুখ খোলেননি বিধানসভায় অধিবেশন তথ্য পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট। এ বিষয়ে তারিফ করতে হয় লালগোলার বিধায়ক মুহাম্মদ আলি ও ভগবানগোলার প্রয়াত বিধায়ক ইদ্রিশ আলিকে। তারাই

মুর্শিদাবাদের নানা উন্নয়ন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানতে চেয়েছেন বিধানসভা। আর মাত্র গত তিন বছরে বিধানসভায় মাত্র একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম।

বিধানসভার মৌখিক প্রশ্নের তথ্য বিশ্লেষণকরে দেখা গেছে,

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মুহাম্মদ আলি জানতে চান, লালগোলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র খোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। প্রশ্ন করেন, লালগোলার নাটাতলা মোড় থেকে কুলগাছি বটতলা পর্যন্ত বাঁধটি মেরামতের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কিনা।

৪ আগস্ট, ২০২৩ প্রয়াত ইদ্রিশ আলি জানতে চেয়েছিলেন, ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে বিধবা ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা কত। ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিধবা ভাতার সংখ্যা কত।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মুহাম্মদ আলি জানতে চান, সুফল কিয়স্ক খোলা নিয়ম কি। মুর্শিদাবাদ জেলায় কতগুলি সুফল কিয়স্ক খোলা হয়েছে। লালগোলায় এমন কিয়স্ক খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা। ২৩ নভেম্বর, ২০২২ জানতে চান মুর্শিদাবাদের চুনাখালি থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত রাজ্য সড়ক চওড়া করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। ২৪ নভেম্বর, ২০২২ মুহাম্মদ আলি জানতে চান, লালগোলার বিচ্ছিন্ন গ্রাম চর গয়েশপুরে কোনও রেশন ডিলার নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। ২০ সেপ্টেম্বর জানতে চান, লালগোলায় নতুন কোনও এডিএস অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। লালগোলার তিলের খাজা ইত্যাদি কুটির শিল্প অবলুপ্তির পথে। তার জন্য সরকার কি কোনও কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে বা নিচ্ছে। ১৬ নভেম্বর ২০২১ প্রয়াত ইদ্রিশ আলি জানতে চান, আখেরিগঞ্জে নদীর চরে কোনও ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা। সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম জানতে চান, সামশেরগঞ্জে গঙ্গার ভাঙন রোধে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে, সংখ্যালঘু বিধায়কের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ পেয়েছে একজন মন্ত্রী। রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আইনজীবী আখরুজ্জামান এখন রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদের তিনজন সংখ্যালঘু বিধায়ক ছাড়া বাকিরা সব নীরব। তাহলে কি তাদের নিজ এলাকার মানুষের উন্নয়নের দায়বদ্ধতার থেকে তারা ক্রমশ দূরে যাচ্ছেন?

(ক্রমশ...)

১০ দফা নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি জুনিয়র ডাক্তারদের

দাবি না মানলে মঙ্গল থেকে ফের ধর্মঘট শুরু

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ফের আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দিলেন। সোমবারের মধ্যে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা না নিলে এবং তাদের দাবি না মানলে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হবে স্বাস্থ্য ধর্মঘট। এর পাশাপাশি এই কদিনের মধ্যে যদি কোন ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী। কখনো মুখ্যমন্ত্রীকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ আবার কখনো হুমকির সুরে দাবিদাওয়া আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে। যদিও আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছেন এই আন্দোলনটি এখন পুরোপুরি বাম ও অতিবাম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই কোন সিদ্ধান্ত এখন নিতে পারছেন না আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বাধ্য হচ্ছেন তারা গ্রহণ করতে। এদিকে শুক্রবার রাতে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠক ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । ওই বৈঠকে সূত্রের খবর অনুযায়ী এই আন্দোলন কত দিন চলবে এবং এতে তাদের পড়াশোনার কি রকম ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়েও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হয়। অর্থাৎ আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা তারা যে এই আন্দোলন থেকে

বেরোবার পথ খুঁজছেন এদিনের বৈঠকে তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

যদিও বাম ও অতি বামেদের নির্দেশে শুক্রবার রাতে বৈঠক শেষ হওয়ার পর একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেন জুনিয়র আন্দোলনরত চিকিৎসকরা।

শনিবার দুপুরে ন্যায় যাত্রার নামে মিছিলের ডাক সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ির সামনে থেকে অনশন মঞ্চ অবধি। এই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য নির্যাতিতার বাবা-মাকে অনুরোধ জানাবেন চিকিৎসকরা। সাধারণ মানুষকে এই মিছিলে যোগ দিতে আহ্বান আন্দোলনকারীদের। আগামী রবিবার মহাসমাবেশের ডাক ধর্মতলা অনশন মঞ্চে।

এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার যদি সদিচ্ছা না দেখায় তাদের এবং যে ১০ দফা দাবি সেটা মানা না হলে আগামী সপ্তাহের সোমবার সমস্ত হাসপাতালগুলিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হবে। আগামী মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল গুলিতে এবং হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী কে যদি ধর্মঘটে সময় কিছু হয় তাঁর জন্য রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী দায়ী থাকবে। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন সাংবাদিক বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তার ফোরামস্। আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে পড়ুয়া চিকিৎসক দেবাশীষ হালদার বলেন , শনিবার সোদপুর থেকে অনশন মঞ্চ পর্যন্ত মিছিল।মিছিলে সকলকে সামিল হওয়ার আবেদন। রবিবার বড়ো সমাবেশ ধর্মতলায়।আগামী সোমবার পর্যন্ত দেখবেন তাঁরা।না হলে মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট শুরু হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

উত্তরাখণ্ডে ৪১৬টি মাদ্রাসা বন্ধের সুপারিশ এনসিপিসিআরের

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন শিশুদের মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সাংবিধানিক সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসায় পড়া শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন। কমিশন বলেছে, "আরটিই আইন ২০০৯ এর অধীনে কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পড়া শিশুরা পিছিয়ে পড়ছে, তাদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, রাজ্যের ৩০টি মাদ্রাসায় ৭৪৯ জন অমুসলিম শিশু ভর্তি রয়েছে। জাতীয় শিশু অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো সমস্ত রাজ্যে মাদ্রাসা বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

কানুনগো বলেন, 'আমরা সব মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে মাদ্রাসা বোর্ড ভেঙে দিয়ে শিশুদের স্কুলে স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছি।

উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারপার্সন মুফতি শামুন কাসমি বলেন, উত্তরাখণ্ডের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এনসিইআরটি-র পরিবর্তে যদি কোনও মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা শেখানো হয় তবে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কাসমির আশ্বাস জাতীয় মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ২৪,০১০টি মাদ্রাসা রয়েছে, যার মধ্যে ৪১৬টি উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল
এখন
কলকাতার
বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

গাড়ি থামিয়ে চালকের নাম জিজ্ঞেস করে মারল ছুরি!

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: ঘটনাটি ঘটে কুলতলির কুন্দখালী গোদাবর অঞ্চলের দাসপাড়া মোড়ে। সূত্রের খবর গতকাল রাত দশটা নাগাদ গাড়ির চালক কেল্লা থেকে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলো, গাড়ি চালকের বাড়ি থেকে ১ কিলোমিটার দূরে হঠাৎ দাস পাড়ার মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আচমকায় কিছু যুবক অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে তারপর নাম জিজ্ঞাসা করে ওই চালকের। চালক নাম বলতে দেরি করায় দুষ্কৃতীরা ছুরি বার করে চোখে মুখে আঘাত করতে থাকে। এমতাবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে গাড়ি চালক, অপর দিক থেকে এক বাইক আরোহী এসে ওই চালককে প্রাণে বাঁচায়। কাউকে চিহ্নিত করতে পারেনি চালক, রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের কীর্তনখোলা গ্রামের তৃণমূলের নেতৃত্বরা। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় কুলতলী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তড়িঘড়ি করে পরিবারের লোকজন সহ গাড়ি চালককে উদ্ধার করে নিয়ে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য । এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত আছে তা তদন্তের অপেক্ষায় পরিবার। ঘটনাটি ঠিক কি হয়েছিল তার সবিস্তার জানালেন ওই গাড়ির চালক হাসান আলী শেখ। দেখা যাক প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে কিনা।

চোলাইয়ের ঠেকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: চোলাই মদের ঠেকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবার গ্রামবাসীরা। হাওড়ার রানীহাটি আমতা রোড অবরোধও করেন তাঁরা। অভিযোগ, হাওড়ার পাঁচলা থানার অন্তর্গত গাববেড়িয়াতে রমরমিয়ে চলছিল চোলাইয়ের ঠেক। এমন বেশ কয়েকটি ঠেক চলছিল বেআইনিভাবে। অভিযোগ, সেখানেই রয়েছে একাধিক প্রাইমারি ও হাইস্কুল। এদিনের আন্দোলনে গ্রামবাসীদের সাথে নামেন স্কুল শিক্ষকরাও। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এদিন বেশ কয়েকটি চোলাইয়ের ঠেকে হামলা চালায় এলাকার মহিলারা।

কারখানায় ঢুকে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার লিলুয়ায় ফের দুষ্কৃতি তাণ্ডব। কারখানায় ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। কারখানায় লুটপাটের ঘটনাও ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাতের ওই ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভিতে। ঘটনায় প্রকাশ, লিলুয়ার চামরাইলে বৃহস্পতিবার দুপুরে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক নিরাপত্তা কর্মীর। এর পার রাতে দলবল নিয়ে কারখানায় ঢুকে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা।

শিয়ালদা ইএসআই হাসপাতালে আগুন, ধোঁয়ায় মৃত্যু রোগীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার সকালে হঠাৎই শিয়ালদহর ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হলেও মুহূর্তেই তা বিধ্বংসী আকার ধারণ করে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দশটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাসপাতালে থাকা প্রায় ৮০ জন রোগীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও, আরও দুজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানেই শ্বাস রোধ হয়ে মৃত্যু হয় উত্তম বর্ধনের। গোটা ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। তবে কিভাবে এই আগুন লাগল তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। তদন্তে দমকল ও প্রশাসন।

জানা গেছে, ভিন রাজ্য থেকে চিকিৎসা করিয়ে আসার পর উত্তম বর্ধনের শারীরিক অসুস্থতা আবারও বেড়ে যাওয়ায় গাইঘাটা থানার ঢাকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা বছর ৪৭ এর উত্তম বর্ধনকে ভর্তি করা হয়েছিল শিয়ালদহ পার্শ্বস্ত ইএসআই হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তার। খুব শীঘ্রই চিকিৎসকদের তরফ থেকে ছুটি দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল পরিবারকে। তবে এদিনই যেন শেষ হয়ে গেল সবকিছু। শুক্রবার সকালে বাড়িতে এসে পৌঁছল চরম দুঃসংবাদ। ই এস আই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ধোয়ায় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় উত্তম বর্ধনের। পরিবারের কাছে খবর আসতেই রীতিমতো শোকের ছায়া গোটা এলাকায় নেমে আসে। টিউবয়েলের বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতেন তিনি। রয়েছে এক মেয়ে।

মেট্রোরেলে আত্মহত্যার ঘটনা আরপিএফ দিয়ে রোখা সম্ভব নয়: জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মেট্রোরেলের ট্রাকে আত্মহত্যার ঘটনা আরপিএফ দিয়ে রোখা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকে অর্থাৎ এই শহরে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। তাদের বুঝতে হবে মেট্রোরেলের পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা সঠিক কাজ নয়।কলকাতা মেট্রো রেলে এর ৪০ বছর। এই উপলক্ষে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন,
পি উদয় কুমার রেড্ডি ,
জি এম কলকাতা মেট্রো। তিনি কলকাতার মেট্রোর উল্লেখযোগ্য দিকের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, কলকাতা মেট্রো এটা একটা মাইল ফলক। ৭লক্ষ যাত্রী যাত্রী যাতায়াত করেন প্রতিদিন।
৯.১লাখ যাত্রী যাতায়াত করেছেন দূর্গা পূজার দিনগুলোতে।
মেট্রো রেলের নতুন লক্ষ্য মাত্রা রাজারহাট - নিউ টাউন , কলকাতা বিমানবন্দর, হাওড়া- শিয়ালদা পরিষেবা চালু করা। এটা মানুষের একটা লাইফ লাইন। যাতায়াতের জন্য।
২০২৫ সালে সালের মধ্যে আরো ৯০ কিলোমিটার প্রসারিত হবে মেট্রোর পথএবং ২০২৭ এর মধ্যে আরো ১৩০ কিলোমিটার মেট্রো রেল প্রসারিত হবে । চালু হলে শহর ও শহরতলীর যোগাযোগ আরো সচল হবে। বর্তমান রুট এর পরিধি কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (ব্লু লাইন)গ্রিন লাইন ১ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ মোট ৯.৩কিমি,হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা দ্রুত ৪.৮ কিলোমিটার। পার্পেল লাইন জোকা থেকে মাঝের হাট দূরত্ব ৭.৭৪ কিমি।

ভাঙড়ে ন্যাশনাল মিশনে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গরের দামুজালি গ্রামে রহমানিয়া ন্যাশনাল মিশনের উদ্যোগে। এদিন বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনায় উঠে আসে দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব
বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা সাওবান সিদ্দিকী, ফাউন্ডেশনের সম্পাদক জালাল উদ্দিন আহমেদ, মাওলানা মীর মাহবুব, মিশনের সভাপতি শিক্ষক শামসুল আলী লস্কর,প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিক্ষক আব্দুল্লাহ মীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাবিদ আবদুর রশিদ মোল্লা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা যদি আমাদের সন্তান-সন্তানিদের না শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে দেশের অস্থিরতার পরিবেশ হানাহানি ও অসহংসতা আরো বেড়েই চলবে।

দামোদর নদীর বাঁধ নির্মাণ ও উচ্চতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কথা দিয়ে কথা রাখলেন রাজ্য সরকার , দামোদর নদী বাঁধ ভেঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল একাধিক গ্রাম , এলাকা থেকে জল নামতেই বাঁধ নির্মাণে তৎপর- প্রশাসন ।
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের সমিতি মানা, রাঙ্গামাটি , কেনেটিমানা, উত্তর নিত্যানন্দপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম । জলের তলায় চলে গিয়েছিল হাজার হাজার বিঘা সবজির জমি , জলের তলায় ছিল একাধিক বাড়ি , গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন বহু মানুষ। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এলাকায়। বেশ কয়েক জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং সেই বাঁধ দিয়ে গ্রামে জল ঢুকেছিল।
এই পরিস্থিতিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর এলাকা থেকে কিছুটা জল নামতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলতে এবং এলাকা পরিদর্শন করতে গ্রামে পৌঁছে যান বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন , বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি , বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ।
আধিকারিকদের দেখে গ্রামের মানুষের একটাই দাবি ছিল তাদের নদী বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে এবং বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে হবে। আধিকারিকরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বন্যা কবলিতা এলাকার মানুষদের । তাদের কথামতো এবার প্রশাসনিক তৎপরতায় শুরু হল নদী বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ। রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে কাজ । প্রশাসনিক এই তৎপরতায় ব্যাপক খুশি এলাকার মানুষজন । স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন , এতে করে তাদের হয়তো কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে বন্যার সময় । তবে এই বাঁধ যদি কংক্রিটের তৈরি করা হতো তবে স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত ।

রতুয়ায় তৃণমূল অফিসের পাশে ফের তৈরি নতুন অফিস, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: তৃণমূলের মালদা জেলা চেয়ারম্যান আর জেলা সভাপতির সম্পর্ক ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, তা মাপছেন বিরোধী নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনও।রতুয়া-১ ব্লক অফিসের সামনে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়। তার ফ্লেক্সও সেখানে সাঁটা রয়েছে। পুজোর আগে পর্যন্ত এই পার্টি অফিসেই বসতেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখোপাধ্যায় আর জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি। এলাকার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে এই পার্টি অফিসে প্রায় রোজ আনাগোনা রয়েছে রহিম বকসির।
কিন্তু সম্প্রতি এই অফিস থেকে শ'দুয়েক মিটার দূরে একটি ভাড়াবাড়িতে নতুন অফিসের উদ্বোধন করেছেন সমরবাবু। পুরোনো অফিস থেকে ফ্যান, এসি মেশিন সহ নিজের আমলের সবকিছুই নতুন অফিসে নিয়ে গিয়েছেন সমরবাবুর অনুগামীরা। সেই অফিসে যান না রহিম বকসি। আবার পুরোনো অফিসে আর যাননি সমরবাবুও। এই অবস্থায় দু'জনের অনুগামীরাই চিন্তায়, তাঁরা কোন অফিসে যাবেন।
বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর ফিসফাস থাকলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা কেউ কিছু বলবেন না বলে জানিয়ে দেন। সম্প্রতি দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার ভাঙন রোধের কাজের জন্য ১২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। সম্ভবত সেই টাকার ভাগ নিয়েই দু'জনের মধ্যে মনমালিন্য হয়েছে। এখন সেই সম্পর্কে চিড় ধরেছে। এটা ওদের কর্মীরাও জানে। তবে ফের এরা দু'জন একজোট হবে।'
সিপিএমের রতুয়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলছেন, 'তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়। কয়েকটা ধান্দাবাজ একজোট হয়ে তৃণমূল গঠন করেছে। গিয়েছে। কে টাকা তুলবে, তা নিয়েই ঝামেলা। তবে এদের নিয়ে কোনও মন্তব্য না করাই বেশি ভালো।' আবদুর রহিম বকসি বলছেন, 'কোনও পার্টি অফিসের পাশে আরেকটা অফিস হয় না। ওখানে একটা নতুন পার্টি অফিস হয়েছে। আগের ঘরটা কোনও পার্টি অফিস ছিল না। লোকজন আসত। বসত। এখন যেখানে পার্টি অফিস করা হয়েছে, সেটাই আসল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রতুয়ায় আমরা সবাই একজোট হয়ে আছি। বিরোধীরা চেষ্টা করেও আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারবে না।'
এদিকে, সমরবাবুর দাবি, 'রতুয়া-১ ব্লকে ১৪টি অঞ্চল। । আগের অফিসটা ছিলই। নতুন আরেকটি করা হয়েছে। তবে এটা শুধু বিধায়কের নয়, চেয়ারম্যান, সভাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য সহ সবার।'

কৃষ্ণনগরে তরুণীর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার দেশলাই,বোতল ফরেন্সিক দল। তরুণীর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। তরুণীর গায়ে পোড়ার দাগ ছিল। মনে করা হচ্ছিল অ্যাসিডে পোড়া। অ্যাসিড নয়, সম্ভবত জীবিত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তরুণীকে। বিস্ফোরক দাবি করলেন ময়নাতদন্তকারী এক চিকিৎসক। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে দেশলাই, বোতল উদ্ধার হয়েছে। তরুণীর দেহের নব্বই শতাংশ-ই পুড়ে যায়। আর তাতেই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। কৃষ্ণনগরে ছাত্রী খুনের ঘটনায় নমুনা সংগ্রহ ঘটনারস্থল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম করার একটি মহিলা পরিচালিত পূজন মণ্ডপ দেহ মেলে সেখানে ফরেনসিক দল নমুনা সংগ্রহ করেন। অর্ধদগ্ধ হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রীর শরীরের অংশ পুড়ে গিয়েছিল,টিস্যু ছাত্রীর পরনে কোন কাপড়ের অংশ পড়ে রয়েছে কিনা এবং পুজো মন্ডপের প্যান্ডেলের কিছু অংশ আগুনে পোড়া ছিল যেখানে ছাত্রী দেহ পড়েছিল সেখানে মেজারমেন্ট করার সহ বিভিন্ন নমুন সংগ্রহ করছে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে তেমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেগুলি ফরেন্সিকের ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় তথ্য প্রমাণ যাতে লোপাট না হয় তার জন্য বসানো হল পুলিশ পিকেট এবং সিসিটিভি ক্যামেরা। এমনকি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরো ঘটনাস্থল। শুক্রবার ফের ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক এক্সপার্টদের যাওয়ার কথা। তারই মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভবনা, তাই কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার তরফে ঘটনাস্থলে তাঁবু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যাতে বৃষ্টির জল ভেতরে ঢুকে কোন তথ্য প্রমাণ নষ্ট না হয় তার সঙ্গে ব্যারিকেট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। পুজো মণ্ডপে যাওয়ার রাস্তা শুধু তাই নয় যাতে তথ্যপ্রমাণ লোপাট না হয় তার জন্য বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। কেরোসিন ও দেশলাই বাক্স কোথা থেকে এলো তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমাধানের খোঁজে শহরের একাধিক এলাকার ট্রাফিকের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ছবি সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মুসলিম ইনস্টিটিউটে সৈয়দ আহমেদ দিবস পালন

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী দি মুসলিম ইনস্টিটিউট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সার সৈয়দ আহমেদ দিবস কর্মসূচি উদযাপন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রনজিত কুমার বাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রফেসর অফ মেডিয়াভেল অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রির ডা. অমিত দে, উম্মেদ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা তথা মোটিভেশনাল স্পিকার অলি রহমানী। সভার সভাপতিত্ব করেন মুসলিম ইনস্টিটিউট এর শিক্ষা উপ কমিটির চেয়ারম্যান ডা: খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমআই এর জেনারেল সেক্রেটারি ডঃ নাঈম আনিস। মুসলিম নবজাগরণের প্রাণপুরুষ সৈয়দ আহমেদ খানের জীবনী নিয়ে বক্তব্য প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুসলিম ইনস্টিটিউটের শিক্ষা উপ কমিটি সচিব সামসুস সালেহীন।

তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা মনিরতটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডলের সহায়তায় জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতট অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মনিরতট তৃনমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলার আবাস যোজনা এবং আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথ স্তরের সংগঠনকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা হয়ে গেল।আর এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মনিরতট অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাজাহান মোল্লা,জয়নগর ২ নং ব্লকের সহকারি সভাপতি আনাম আলী খান, মনিরতট অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম গাজী, মনিরতট পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রসেনজিৎ মন্ডল সহ আরো অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কৃষ্ণনগরকাণ্ডে তদন্তে নতুন এসআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসারকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার কে এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল। কৃষ্ণনগরে যুবতীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এবার এই কেসের তদন্তকারী অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হল শুক্রবার। কি কারণে তাকে সরানো হল তা এখনো স্পষ্ট নয়।
এই কেসের দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণনগর কতোয়ালি থানার সাব ইন্সপেক্টর সুমিত কুমার দে। তার পরিবর্তে এই ঘটনায় নতুন ইনভেস্টিগেশন অফিসার এর দায়িত্ব পেলেন কতোয়ালি থানার ইন্সপেক্টর কৌশিক সাউ।এই ঘটনা যেহুতু খুব সেনসিটিভ, তাই সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসারের পরিবর্তে ইন্সপেক্টর রেঙ্ক এর একজন কে এবার নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হল।

দেগঙ্গা তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর জোর প্রস্তুতি

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: দুর্গাপূজো শেষ। এবার শুরু বিজয়া সম্মিলনী। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে বিজয়া সম্মিলনী। সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদ নেই উত্তর ২৪ পরগনাও। এই জেলাতেও শুরু হয়েছে দলের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনী। জেলার দেগঙ্গা ব্লকে আগামী ২১ অক্টোবর, সোমবার অনুষ্ঠিত হবে বিজয়া সম্মিলনী। দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি 'আপনজন'কে বলেন, বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নির্দেশে আগামী ২১ অক্টোবর দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর ক্যাম্পের উল্টোদিকে সুজাউদ্দিন ওরফে ছোটবাবুর বাগানে বিকাল তিনটার সময় প্রায় দু'হাজার নেতা, কর্মী, সমর্থকদের উপস্থিতিতে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, এই বিজয়া সম্মিলনীতে ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ টি দুর্গাপুজো কমিটিকে সম্মানিত করা হবে। দলের সিনিয়র নেতৃত্বকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। উপস্থিত থাকবেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার,খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,বিধায়ক রহিমা মন্ডল সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। এই বিজয়া সম্মিলনীকে সুন্দর করতে দলীয় কর্মীরা কোমর বেঁধে নেমেছেন।

ফরাক্কায় শিশু কন্যা খুন কাণ্ডে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফরাক্কায় শিশু কন্যাকে নির্যাতন করে খুন কাণ্ডের ঘটনায় ফরাক্কা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ ফারাক্কা নাগরিক সমাজের। শুক্রবার ঝাঁটা হাতে নাগরিক সমাজের ব্যানার নিয়ে এই বিক্ষোভে কর্মী সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নাগরিক সমাজের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির উত্তর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি ফারাক্কায় এক নয় বছরের নাবালিকা শিশু কন্যাকে নির্যাতন করে খুন করার অভিযোগ উঠে। শুধু তাই নয়, খুন করার পর নাবালিকা শিশু কন্যার দেহ বস্তাবন্দী করে রাখা হয় বাড়িতে। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় জঘন্যতম ঘটনার মূল অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদারকে। তারপর থেকেই কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা। বহু টানাপোড়নের পর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওই শিশু কন্যার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। মঙ্গলবার রাত আটটার পর দেহ এলাকায় নিয়ে আসা হয় এবং সৎকার করা হয়।
এদিকে নির্মম এই ঘটনার প্রতিবাদে ফারাক্কার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ শুরু হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার দুপুরে ফরাক্কা বাস ডিপো থেকে মিছিল করতে করতে আসেন নাগরিক সমাজের নেতৃত্ব, এবং ফরাক্কা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তারা।

প্রথম নজর

গৃহকর্মীদের জন্য সৌদি আরবের নতুন প্যাকেজ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: গৃহকর্মীদের সেবা নেওয়ার জন্য ঘণ্টা, সপ্তাহ এবং মাসব্যাপী প্যাকেজ চালু করেছে সৌদি আরবের লেবার কর্তৃপক্ষ। এর ফলে যে কেউ তার প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহকর্মীদের দ্বারা সুবিধা নিতে পারবে। খবর গালফ নিউজ সৌদি আরবের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আকবর ২৪ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সেবা প্রদান করা মুস্যান্ড (Musaned) এর মাধ্যমে এসব প্যাকেজ পাওয়া যাবে।
হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয় নিয়োগ সেক্টরে উন্নয়ন এবং একাধিক সুবিধা প্রদানে এ পদ্ধতি চালু করেছে। এর আগে গত জুন মাসে সৌদি কর্তৃপক্ষ গৃহকর্মীদের জন্য ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার রেগুলেশন্স জারি করেছিল।
সম্প্রতি সৌদি কর্তৃপক্ষ লেবার মার্কেটের কার্যক্রম কঠোরভাবে নজরদারিতে রেখেছে। এজন্য দেশটির হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয় তাদের গ্রাহকদের সঠিক তথ্য প্রদানে মুস্যান্ড অনলাইন সেবা চালু করেছে। এর মাধ্যমে একাধিক সেবা প্রদান করা হবে।

যেভাবে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এক ইহুদি

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন এক ইসরায়েলি ইহুদি। তিনি শুধু মসজিদে নববীতে প্রবেশই করেননি, সেখানকার দৃশ্যও ধারণ করেছেন।
এ নিয়ে পরে এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত জানান বেন জিওন নামের ওই ব্যক্তি। তার দাবি, একজন অতিথি হিসেবে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। জিওন ইসরায়েলি ইহুদি হলেও তার জন্ম রাশিয়াতে। এর আগেও তিনি মুসলিমদের পবিত্র বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। এমন বেশভূষায় তিনি এসব স্থানে গিয়েছেন, তাকে দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে, তিনি একজন ইহুদি। জিওন জানান, তিনি ইরান, লেবানন, জর্ডান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন মসজিদে গিয়েছেন। তবে অমুসলিম এই ব্যক্তির মসজিদে নববীতে ঘুরতে যাওয়ার পর এ নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়েছে। মসজিদে নববী ঘুরে যাওয়ার পর ভেতরকার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেন জিওন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবে জিওনের দাবি, তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। তিনি সৌদি আরবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ইসরায়েলি ইহুদি জিওনের তিনটি পাসপোর্ট রয়েছে। এর মধ্যে একটি রাশিয়ান, অন্যটি ইসরায়েলি। তবে তৃতীয়টি কোন দেশের তা প্রকাশ করেননি জিওন। টাইমস অব ইসরায়েল জানায়, ২০১৪ সালে ইসরায়েলের নাগরিকত্ব নেন জিওন। তিনি ইসরায়েলি এই সংবাদমাধ্যমকে জানান, মুসলিম দেশ ভ্রমণ করা তার কাছে একটি শখের মতো। অন্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে সম্মানের বার্তা পৌঁছে দিতে চান বলেও জানান জিওন। আরবরা ইসরায়েল ও ইহুদিদের ভালোবাসে বলেও দাবি করেছেন তিনি।
২০১৭ সালে মসজিদে নববী ঘুরে যান জিওন। এরপর এ নিয়ে রাশিয়ার একটি টিভিকে সাক্ষাৎকার দেন তিনি। জিওন বলেন, কৌতূহলী একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তবে কাউকেই চটানোর উদ্দেশ্য ছিল না তার। ইহুদি এই ব্যক্তি আরও দাবি করেন, আরব ও ইহুদিরা ভাই। তাদের পূর্বপুরুষও একই। যদিও তাদের ঐতিহ্য ও ধর্ম ভিন্ন। কিন্তু তারা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করে।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহতের খবর নিশ্চিত করল হামাস

আপনজন ডেস্ক: হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন গাজায় হামাসের প্রধান খলিল হায়া।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
টেলিভিশনে দেওয়া বক্তব্যে খলিল হায়া বলেন, গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত হামাসের হাতে বন্দী জিম্মিদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।
ইয়াহিয়া সিনওয়ারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে হায়া বলেন, তিনি ছিলেন অটল, সাহসী ও নির্ভীক। আমাদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।
খলিল হায়া বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সিনওয়ার মাথা উঁচু করে ছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শত্রুদের দিকে গুলি চালিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন একজন ন্যায়নিষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে কাটিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই সিনওয়ার ছিলেন একজন অসীম সাহসী যোদ্ধা।
গতকাল বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের পক্ষ থেকে হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার দাবি করা হয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেতের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, বুধবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর অভিযানে দক্ষিণ গাজায় তিনজন নিহত হন। ওই তিনজনের মরদেহের পরিচয় শনাক্তের পর ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সিনওয়ার নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন ইয়াহিয়া সিনওয়ার। এই হামলার পর গাজায় অভিযানের নামে নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গত আগস্টে ইরানের তেহরানে হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়াহ নিহত হওয়ার পর হামাসের নেতা হন সিনওয়ার।

হামাস প্রধান সিনওয়ার হত্যাকাণ্ডে পশ্চিমা নেতাদের প্রতিক্রিয়া

আপনজন ডেস্ক: 'মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার' খ্যাত দেশ ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। এর পরই এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েলের মিত্র পশ্চিমা বেশ কয়েকটি দেশ। এ ঘটনাকে ইসরায়েলের অন্যতম বড় সাফল্য বলে মনে করছেন তারা।
যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস উভয়ই ইয়াহিয়া সিনওয়ারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।
বাইডেন বলেন, 'আজকে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের জন্য এটি একটি শুভ দিন। ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহত হওয়ায় গাজার বুকে হামাসের ক্ষমতার অবসান ঘটবে বলে আশা করি। ফলে বিশ্বে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার সুযোগ তৈরি হবে। এতে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিরা একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পাবে।'
হোয়াইট হাউস জানায়, সিনওয়ারকে হত্যার মিশনে সফল হওয়ায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এখন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কীভাবে জিম্মিদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তারা।
যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাসের নেতা' এবং 'হলোকাস্টের পর ইহুদিরে ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিনের নেপথ্যের হোতা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
স্টারমার বলেন, 'আজ আমি গতবছর ৭ অক্টোবরে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাব। সিনওয়ারের মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য শোক প্রকাশ করবে না। সব জিম্মির মুক্তি, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি- এসবই অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে। সুতরাং, আমরা এখন মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই শান্তির পথে হাঁটতে পারি।'
কানাডা: কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, 'হামাসের নৃশংস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে ইসরায়েলি সেনা সদস্যরা হত্যা করেছে। সিনওয়ারের নেতৃত্বে, হামাস গতবছর ৭ অক্টোবরের ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছিল। তিনি ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন এবং সারাদেশে বেসামরিক নাগরিকদের উপর কাণ্ডজ্ঞানহীন, ধ্বংসাত্মক হামলা শুরু করেছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আজ ভুক্তোভোগী পরিবারগুলো ন্যায়বিচার পেয়েছে। পাশাপাশি সিনওয়ারের মৃত্যুতে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটেছে।'
জার্মানি: জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানালেনা বেয়ারবক বলেছেন, 'সিনওয়ার ইসরায়েলের পাশাপাশি দেশটির জনগণকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে তিনি হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু এবং পুরো অঞ্চলের দুর্ভোগের জন্য দায়ী। হামাসকে এখনই সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে এবং অস্ত্র ফেলে গাজার মানুষের দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে তৎপর হতে হবে।'
ইতালি: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, 'ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গতবছর ৭ অক্টোবরের হত্যাযজ্ঞের প্রধান অপরাধীর শাস্তি হল। আমার বিশ্বাস, এখান থেকেই নতুন কিছুর শুরু। এখন সব জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা এবং গাজায় পুনর্গঠন শুরু করার সময় এসেছে।'
ফ্রান্স: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁও সিনওয়ার নিহতের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এ ঘটনাকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্য বড় সাফল্য বলে মনে করেন।
তিনি বলেন, 'জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করা এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত।' এখন মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধ করা জরুরি বলেও মনে করেন তিনি।

পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিল পিটিআই, জরুরি অবস্থা জারি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। জুমার নামাজের পর বড় শহরগুলোতে আগের নির্ধারিত স্থানেই এই বিক্ষোভ শুরু হবে। পিটিআই পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাম্মাদ আজহার সব দলের নেতা-কর্মী ও সমাজের সব অংশের মানুষদের প্রতিবাদের জন্য বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
তবে পিটিআই বিক্ষোভের জন্য অনড় অবস্থানে থাকায় পাঞ্জাব সরকার প্রদেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছে। আগামী দুই দিন এই আদেশ জারি থাকবে।
পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও হুমকির ধারণার কারণে সব ধরনের বিক্ষোভ, মিছিল এবং এই জাতীয় অন্যান্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার প্রদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।
এদিকে পিটিআই লাহোরের সভাপতি শেখ ইমতিয়াজ মাহমুদ শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে লিবার্টিতে বিক্ষোভের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে পিটিআইকে একটি সন্ত্রাসী দল বলার জন্য পাঞ্জাব বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা মালিক আহমেদ খান ভাচার মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের নিন্দা করেছেন।

গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার পরও ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখবে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বরোচিত গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার পরও ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে জার্মানি। দেশটির চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ বলেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে জার্মানি। উত্তর গাজায় ইসরায়েলের অবরোধ এবং লেবাননে চলমান হামলার পরেও জার্মানি ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে ইসরায়েলকে সমর্থন করার মানে হলো আমরা ক্রমাগত ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নিশ্চিত করছি। তিনি একই সঙ্গে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।
প্রায় এক বছর ধরে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্র দেশগুলো। তারা ইসরায়েলকে সমর্থনের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে। ফলে গাজার পরিস্থিতি দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হতেই লেবাননের বিভিন্ন স্থানেও হামলা চালাচ্ছে দখলদার বাহিনী।
এদিকে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, গাজা একটি 'বর্জ্যভূমি'তে পরিণত হয়েছে যা এখন প্রায় 'বসবাসের অযোগ্য' হয়ে উঠেছে।
বুধবার বার্লিনে এক সংবাদ সম্মেলনে লাজারিনি বলেন, গাজায় আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। সেখানে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আগ্রাসনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে।
তিনি বলেন, আজ একটি সত্যিকারের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছি যেখানে দুর্ভাগ্যবশত আবারও দুর্ভিক্ষ বা তীব্র অপুষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আসন্ন শীত এবং গাজার সাধারণ মানুষের দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা সব মিলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। ত্রাণ বিতরণের বিষয় উল্লেখ করে লাজারিনি বলেন, গত দুই থেকে তিন সপ্তাহে গতকাল ছাড়া গাজার উত্তরে কোনো ত্রাণ প্রবেশ করেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পর্যটনে রাশ টানতে চাইছে আমস্টারডাম

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম শহরের আকর্ষণ কম নয়। গোটা বিশ্বের পর্যটকরা সেখানে ঢু মারেন৷ মাত্রাতিরিক্ত পর্যটনের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অসুবিধা দূর করতে পৌর কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে।
এলাকার মেয়র হিসেবে আমেলি স্টেন্স আমস্টারডাম পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি। তিনি জানান, 'আমরা হোটেল নির্মাণ বন্ধ করছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে কোনো নতুন হোটেল নেই। ফলে আরো কম পর্যটক সেখানে থাকতে পারছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে নদীতে ক্রুজের সংখ্যা অর্ধেকে কমানোর বিষয়ে আমরা ভাবনাচিন্তা করছি। এর ফলেও চাপ কিছুটা কমবে। তা সত্ত্বেও পর্যটকদের সংখ্যা কমাতে শহরে আর কী করা যেতে পারে, সেটা স্থির করা কঠিন।' পৌর কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রস্থলের বাইরে কয়েকটি ভবন অধিগ্রহণ করেছে। আমস্টারডামের যেসব বাসিন্দা কেন্দ্রস্থলে ভিড়ে ভরা এলাকায় আর যেতে চায় না, এর ফলে তাদের সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমস্টারডামে পর্যটকরা মূলত খালে ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন, ফুলের বাজার ঘোরেন, সুন্দর ছবি তোলেন এবং অবশ্যই কফি শপ ও লাল বাতি এলাকায় ঢু মারেন। পর্যটনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রশ্নে মতানৈক্য রয়েছে। শহরের পথচারীদের মধ্যেও এ বিষয়ে নানা মত শোনা গেল। একজন বলেন, 'আমার মতে পর্যটন আমস্টারডাম এবং নেদারল্যান্ডসের জন্য ভালো। আমি জানি, বার্সেলোনা এমন কিছু করার চেষ্টা করছে। এয়ারবিএনবির মাধ্যমে মানুষকে সহজে ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের লাইসেন্স নিতে হচ্ছে। আমার ধারণা, আরো বেশি হোটেল ঘরভাড়া বাড়িয়ে পর্যটকদের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেশটির আরো ক্ষতি হবে।' অন্য এক পথচারী মনে করেন, স্থানীয় মানুষ যে পর্যটকদের ঢলে নিয়ন্ত্রণ চাইছে, আমরা মনে করি সেটা তিনি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন। আরেকজনের মতে, পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে। ভ্রমণ অনেক সহজ হয়ে গেছে। ফলে সুন্দর জায়গাগুলোতে খুব বেশি ভিড় হচ্ছে। ডিনখেমান কোমো 'এনাফ ইজ এনাফ' নামের নাগরিক উদ্যোগের সভাপতি। তিনি চান, পৌর কর্তৃপক্ষ মাত্রাতিরিক্ত পর্যটনে রাশ টানতে আরো উদ্যোগ নেবে। তিনি বলেন, 'বিদেশ থেকে মানুষ আসে। তারা টিকটকে দেখে, এখানে বিশেষ এক ধরনের বিস্কুট পাওয়া যায়। তাই এসব মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে। এখানে অনেক যানবাহনের ভিড়। ফলে পথচারীরা নীরবে রাস্তার ওপর হাঁটতে পারছে না।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৩ মি.

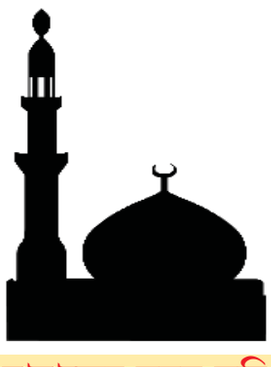

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৪	৫.৩৫
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.৩১	
মাগরিব	৫.১৩	
এশা	৬.২৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

হামাসের নতুন প্রধান খালেদ মেশাল!

আপনজন ডেস্ক: মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার হত্যার পর এবার নতুন নেতা হিসেবে খালেদ মেশালের নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও হামাসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানানো হয়নি। তবে একাধিক সংবাদমাধ্যম খালেদের নাম প্রকাশিত হয়েছে। সূত্রের বরাতে লেবাননভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এলবিসিআই নিউজ এক প্রতিবেদনে জানায়, খালেদ মেশাল হামাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

সংবিধান সংশোধন, দক্ষিণকে 'শত্রু রাষ্ট্র' তকমা দিলো উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি দক্ষিণ কোরিয়াকে 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত করেছে উত্তর কোরিয়া।
বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ এ তথ্য জানিয়েছে। কেসিএনএ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি তাদের নেতার জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে দুই কোরিয়ার একীকরণ বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান সংশোধন করেছে।
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন ২০২৩ সালেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি আর দক্ষিণের সঙ্গে একত্রীকরণের চেষ্টায় নেই।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে 'এক নম্বর শত্রু রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কিম। সে পথে হেঁটেই এবার সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন তিনি।
এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পদক্ষেপ ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে মঙ্গলবার আন্তঃকোরিয়া সড়ক এবং রেললাইনের একাংশ উড়িয়ে দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। দুই কোরিয়ার মধ্যকার কড়া নিরাপত্তাধীন সীমান্তে উত্তর কোরিয়া তাদের অংশে এই সড়ক উড়িয়ে দেয়।

প্রাচীন চট্টগ্রাম বিষয়ক সেমিনারে রামায়ণ প্রসঙ্গ

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ ইতিহাস চর্চা পরিষদ (বিএইচআরপি)'র উদ্যোগে পঞ্চদশ জাতীয় সেমিনার ২০২৪ বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর মোমিন রোডস্থ চট্টগ্রাম একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হহয়বে। সেমিনারে "প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে চট্টগ্রামের পঞ্চধারা ধর্মীয় নিদর্শন : প্রত্ন-পর্যটনের অপার সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামের উপপরিচালক কাম কীপার, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও লেখক ড. মোহাম্মদ আতাউর রহমান। সেমিনারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য, প্রবীণ ইতিহাসবিদ মো. ফখরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ইতিহাস চর্চাকেন্দ্রের উপদেষ্টা চেয়ারম্যান লায়ন দুলাল কান্তি বড়ুয়া। মূখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলার রেনেসাঁর সম্পাদক আজিজুল হক। ছিলেন নুর নবী জমাদার, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব নুর হোসেন রানা, ডা. ম আ মুক্তাদীর, জহুরুল আনোয়ার, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, আবুল হোসাইন, ইতিহাস চর্চা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শামীম, দেলোয়ার হোসেন মানিক, জিএম মামুনুর রশীদ, বেলাল হোসেন, সজল দাশ, এস.এম ওসমান, তারিফ হোসেন, হানিফ মান্নান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ জাবেদ, শৈবাল দে, নয়ন বড়ুয়া প্রমূখ।

মদিনা ট্রাভেলসের উমরাহ প্রতিনিধি দল মদিনায়

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের চৌহাটির মদিনা ট্রাভেলসের কর্ণধার মাওলানা ইমাম হোসেনের তত্ত্বাবধানে এ রাজ্য থেকে এক উমরাহ যাত্রীর দল মদিনায় পৌঁছে। ৩৮ জনের উমরাহ যাত্রীদের মধ্যে আছেন, কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী আবুল ফারহা, রিয়াসাত আলী ধনেখালি, ইনজিনিয়ার মোফিজুল ইসলাম, মাও আলি হোসেন, মাস্টার সেলিম,মাও নাজমুস সাহাদাত, মাস্টার কলিমুল্লাহ, জীয়াউল হক বানেশ্বরপুর, আসফাক হোসেন ,সাকির হোসেন , সাবির ভাই, হায়দার সাহেব,জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৮১ সংখ্যা, ৩ কার্তিক ১৪৩১, ১৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

এ কি দায়!’

ভূরাজনীতির উত্তেজনায় কাঁপিতেছে সমগ্র বিশ্ব! ঈদুল ফিতরের পর ইসরাইলে ইরানের উপর্যুপরি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অনেকে সরাসরি তৃতীয় বিশ্বের সূত্রপাত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপাতত সেই শঙ্কা না থাকিলেও উত্তেজনা কমিয়া যাইবারও কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। করোনা মহামারির সময় বিশ্ববাসী দুই বত্সরেরও অধিককাল ধরিয়া এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তাহার পর শুরু হয় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ শেষ না হইলেও নূতন করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে গাজা যুদ্ধ বিশ্ববাসীকে করিয়া তুলিয়াছে আতঙ্কিত। মহামারি ও যুদ্ধ–উভয় ক্ষেত্রেই সবচাইতে মূল্য দিতে হইয়াছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সেই দুষ্টচক্রের এখনো অবসান হয় নাই। এই উভয় উত্তেজনায় গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। লোহিতসাগরে ইয়ামেনের হুতিদের আক্রমণে এখনো হুমকির মুখে বিশ্ববাণিজ্য। যুদ্ধের জেরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় সার্বিকভাবে বিশ্ব জুড়িয়া বাড়িয়া গিয়াছে মূল্যস্ফীতি। এমন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত। সম্মুখের দিনগুলি লইয়া এখনো শঙ্কা কাটিয়া যায় নাই। তবে ইহারই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধিশালী দেশ কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি বাংলাদেশ সফর করিয়া গেলেন। কাতার এমন একটি দেশ, যাহারা বিশ্ববাণিজ্য, ক্রীড়া প্রভৃতিতে সফলতার পাশাপাশি কূটনীতির ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে। এমন একটি দেশের শীর্ষনেতার বাংলাদেশ সফরে আমরা আশাবাদী। কাতারের আমির যেই সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমরা আশা করিতে পারি যে, বাংলাদেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। করোনার পূর্বে আমাদের সার্বিক অবস্থা ছিল আশাব্যঞ্জক। করোনা ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত আমাদের স্পর্শ না করিলে আমরা আজ বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম নিঃসন্দেহে। এখন আমাদের সকল প্রকার স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার কারণে আমাদের অর্থনীতিতে যেই ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য আরো সময় প্রয়োজন। তদুপরি, এই অবস্থার মধ্যেও বিশ্বের অর্ধশত দেশে এই বত্সর অনুষ্ঠিত হইতেছে সাধারণ নির্বাচন। সাধারণত জাতীয় নির্বাচনের কারণেও দেশে দেশে বৃদ্ধি পায় অস্থিরতা। এই জন্য অর্থনৈতিক উদ্বেগ এই বত্সরে আর কাটিবে বলিয়া মনে হয় না। নির্বাচনে যাহারা জিতিবেন তাহারা ভর্তুকি, করসুবিধা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, বাণিজ্য বাধা, বিনিয়োগ, ঋণ মওকুফ ও জ্বালানি রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ দেশের নূতন নীতি নির্ধারণ করিতে পারেন। বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এই সকল নীতির উপর নির্ভরশীল বহুলাংশে। উন্নত দেশগুলি যদি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অভিবাসনে আরো অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের পথে হাঁটে, তাহা হইলে অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলি পড়িবে বিপাকে। বিশ্ববাণিজ্য কমিয়া গেলে বিভিন্ন দেশের মানুষের আয়ও কমিয়া যাইবে। ইহাতে দুর্বল হইবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ১৯৩০ দশকের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে অস্থিরতা বিদ্যমান। তাহার উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক জোটের নানা সমীকরণে বাড়িতেছে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা।

ভূরাজনীতি ভূ-অর্থনীতিকে যেইভাবে প্রভাবিত করিতেছে তাহা চিন্তার বিষয় বটে। সরকারি-বেসরকারি খাতের জন্যও ইহা উদ্বেগজনক। ইহারই মধ্যে কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও অনিয়ম হ্রাস, সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে জনসমাজে যথাসম্ভব শান্তি, স্বস্তি ও আশাবাদের বাণী ছড়াইয়া দিতে হইবে। কেননা হতাশা নহে, মানুষ বাঁচে আশায়। এই জন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন : আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়,/ তাই ভাবি মনে?/ জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,/ ফিরাব কেমনে?/ দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন,–/ তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!’-

নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৪

অসহায় জাতিসংঘের হয়ে নোবেল কমিটির ক্ষমা প্রার্থনা

আসলে নরওয়েজিয়ান নোবেল শান্তি কমিটি এই যুদ্ধবাজ পৃথিবীর প্রতি তাদের নীরব আবেদন আর অসায়হতা প্রকাশ করল হিরোশিমা ও নাগাসাকি পরমাণু বোমাই বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করা সংস্থাকে ২০২৪ এর নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে। বিশেষত জাতিসংঘের সার্বিক ব্যার্থতার জন্যে পরোক্ষভাবে ক্ষমা চাইলো বিশ্বজুড়ে আজকের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে। লিখেছেন **তন্ময় সিংহ...**

“একটা ব্যথা বর্শা হয়ে মৌচাকেতে বিঁধবে কবে সারা শহর রক্ত লহর, আশ মিটিয়ে যুদ্ধ হবে”

নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতার লাইনগুলো যেন কোভিড পরবর্তী এই নতুন দশকের যুদ্ধবাজ পৃথিবীর প্রতীক। কোন ভয় নেই, কোন লাগাম নেই, যার আছে ক্ষমতা, যার আছে সৈন্য বল সে জয় করছে, নতুন নতুন সীমানা। সেখানের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা শুধুমাত্রই “কোল্যাটারেল ড্যামেজ”। সারা বিশ্বজুড়ে অগুন্তি ফ্রন্টে যুদ্ধ চলছে, কোথাও দুটো দেশের মধ্যে, কোথাও চারটি দেশের মধ্যে, কোথাও দেশের মধ্যকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার কোথাও জঙ্গিগোষ্ঠী গুলির সাথে। সারা পৃথিবীব্যাপী চলা আর্থিক অসাম্যকেও আরেকটা ক্রমাগত যুদ্ধ বলা যেতে পারে বেঁচে থাকার জন্য। এই পট ভূমিকায় এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলো জাপানের সংস্থা “নিহন হিডানকিও”কে। আসলে নরওয়েজিয়ান নোবেল শান্তি কমিটি এই যুদ্ধবাজ পৃথিবীর প্রতি তাদের নীরব আবেদন আর অসায়হতা প্রকাশ করল হিরোশিমা ও নাগাসাকি পরমাণু বোমাই বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করা সংস্থাকে ২০২৪ এর নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে। বিশেষত জাতিসংঘের সার্বিক ব্যার্থতার জন্যে পরোক্ষভাবে ক্ষমা চাইলো বিশ্বজুড়ে আজকের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমায় যারা কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিল এবং সারা জীবন ধরে তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম আণবিক বোমার যে ভয়াবহ রূপ বহন করে চলেছে তাদের “হিবাকুশা” নামে জাপানে পরিচিতি। প্রায় লক্ষাধিক বেঁচে যাওয়া মানুষ এই “নিহন হিডানকিও” সংস্থার মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছে ও বাঁচছে। এই সংস্থাটি জাপানে যে সমস্ত সংস্থা পরমাণু বিপর্যয় আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরবর্তীতে, প্রথম পর্যায়ে সারা পৃথিবীতে আমেরিকা তাদের এই ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকার করায় জাতিসংঘ ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত জাপানের আণবিক বোমায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে চেপে ছিল। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি এলাকার বেঁচে যাওয়া অধিবাসীদের সম্পর্কে ভয়ের ধারণা ছিল জাপানের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মনেও। আণবিক প্রতিক্রিয়া এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিল আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষ সকলের মত।

“নিহন হিডানকিও” সংগঠনটি সারা বিশ্ব জুড়ে প্রকৃত তথ্য তুলে আনে “লিটিল বয়” আর “ফ্যাটম্যান “ এর ধ্বংসলীলার। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সংস্থা বিবৃতি দিয়েছিল: “আমরা এখনো পর্যন্ত নীরবে মাথা নিচু করে বেঁচে আছি।” অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে “হিবাকুশা” রাও যে বেঁচে থাকতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে যে আণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া থেকে বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কোন ভয় নেই এটা বোঝাতেই সময় কেটে গেছে, পরবর্তী ত্রিশ বছর। জাতিসংঘ ঘুরতে এসে ১৯৭৬ সালে সংস্থার প্রতিনিধি তুলে ধরেন ধ্বংসলীলার প্রকৃত চিত্র, সংস্থার একসময়ের চেয়ারম্যান সুনাও সুবোই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে দেখাও করেন। এই ছোট্ট অথচ উন্নত দেশটি আবার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লিতে বিপর্যয়ের শিকার হয়। এবং পরবর্তীতে অধিকাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার শপথ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিতে দেখা, এই উদ্দেশ্য সফল না হলেও তাদের নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে বিশ্ব জুড়ে চলা যুদ্ধ এবং পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আরেকবার নোবেল কমিটি স্মরণ করিয়ে দিল রাষ্ট্রনায়কদের।

ইউরোপ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগের আস্ফালন। রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক পুতিন বারবার হুংকার ছাড়ছেন ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের। সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও ইউরোপের ন্যাটো ও আমেরিকার অস্ত্র সাহায্য প্রায় দু বছরের বেশি চলা এই যুদ্ধকে টিকিয়ে রেখেছে। ভারত থেকেও যুবক যুবতীরা কাজের খোঁজে গিয়ে এই দেশগুলির ভাড়াটে সেনা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়াতেও যুদ্ধ এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। প্রতিরক্ষায় বলিয়ান ইজরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের জন্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই সীমানাবর্তী আরব দেশগুলির সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ ,জঙ্গি আন্দোলন, এগুলি চলে আসছেই। গাজাতে নিজেদের প্রতিরক্ষার অজুহাতে আক্রমণ করে এক বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের পর আবার লেবানন, সিরিয়া, ইরান প্রত্যেক দেশে হামলা করে তারা মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া জুড়ে বছরভর যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে ইজরায়েল। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার ব্যর্থ আক্রমণ ও শাসনের পরে দেশগুলি আবার ফিরে গেছে ধর্মীয় শাসকদের হাতে সীমিত হয়েছে মানুষদের স্বাধীনতা। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। বিভিন্ন ছোট দেশগুলিতে পৃথিবীব্যাপী চীনের আর্থিক ফাঁস দুর্বিষহ করে দিয়েছে অর্থ ব্যবস্থা। এছাড়াও গোটা আফ্রিকা জুড়ে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর তাণ্ডব নিজেদের মধ্যে খাবারের জন্য লড়াই এবং সর্বোপরি সারা বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য গঠিত জাতিসংঘের “নিধিরাম সর্দার” হয়ে যাওয়া এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক পুতিন বারবার হুংকার ছাড়ছেন ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের। সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও ইউরোপের ন্যাটো ও আমেরিকার অস্ত্র সাহায্য প্রায় দু বছরের বেশি চলা এই যুদ্ধকে টিকিয়ে রেখেছে। ভারত থেকেও যুবক যুবতীরা কাজের খোঁজে গিয়ে এই দেশগুলির ভাড়াটে সেনা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়াতেও যুদ্ধ এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। প্রতিরক্ষায় বলিয়ান ইজরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের জন্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই সীমানাবর্তী আরব দেশগুলির সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ ,জঙ্গি আন্দোলন, এগুলি চলে আসছেই। গাজাতে নিজেদের প্রতিরক্ষার অজুহাতে আক্রমণ করে এক বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের পর আবার লেবানন, সিরিয়া, ইরান প্রত্যেক দেশে হামলা করে তারা মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া জুড়ে বছরভর যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে ইজরায়েল। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার ব্যর্থ আক্রমণ ও শাসনের পরে দেশগুলি আবার ফিরে গেছে ধর্মীয় শাসকদের হাতে সীমিত হয়েছে মানুষদের স্বাধীনতা। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। বিভিন্ন ছোট দেশগুলিতে পৃথিবীব্যাপী চীনের আর্থিক ফাঁস দুর্বিষহ করে দিয়েছে অর্থ ব্যবস্থা। এছাড়াও গোটা আফ্রিকা জুড়ে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর তাণ্ডব নিজেদের মধ্যে খাবারের জন্য লড়াই এবং সর্বোপরি সারা বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য গঠিত জাতিসংঘের “নিধিরাম সর্দার” হয়ে যাওয়া এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে সময় লেগেছিল কুড়ি বছরের মতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লীগ অফ নেশনস ব্যর্থ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র নায়কেরা সারা বিশ্ব জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনের। তারপরে প্রায় আশি বছরের বেশি সময় কেটে গেছে পৃথিবী বারবার রক্তাক্ত হয়েছে কিন্তু কোন বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। আজকের দিনে ১৯৫ টি সার্বভৌম দেশ এই জাতিসংঘের সদস্য হলেও ক্ষমতা হারিয়ে শুধুমাত্র ত্রাণকার্যে সীমিত হয়ে গেছে, সংস্থাটি। নতুন শতাব্দীর এই দশকে কোভিড পরবর্তী পৃথিবীতে এসে জাতিসংঘ উদ্দেশ্য হারিয়েছে নতুন বিশ্বের শক্তি কেন্দ্র গুলির কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একক শক্তিশালী আমেরিকা কে রাশিয়া কিছুটা বেগ দিলেও সরাসরি বিশ্বের দাদাগিরির দায়িত্ব আমেরিকার হাতেই থেকেছে আজ পর্যন্ত। তারপর রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় আরো মজবুত হয়েছে বিশ্বজুড়ে আমেরিকার প্রভাব কিন্তু উদার অর্থনীতির হাত ধরে চীনের উন্নতি এবং কোভিদ পরবর্তী বিশ্বে প্রায় সর্বাধিক ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত হয়ে যায় চীন। চীনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন অক্ষশক্তি যে শক্তি সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও কাজ কর্মের মধ্যে পরিষ্কার করে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির দেশ গুলির প্রতি তাদের অসূয়া।

এই অবস্থায় অসহায়ের মত জাতিসংঘকে দেখে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থার লজ্জা নিবারণে এগিয়ে এসেছে নোবেল কমিটি। নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৪ আরেকবার বিশ্বের অমিত শক্তিধর দেশ গুলিকে মনে করিয়ে দিয়েছে পরমাণু বোমার ভয়াবহতা। বিশ্বজুড়ে শান্তি স্থাপন এবং আরেকটা পরমানবিক হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য এই পুরস্কার নিজেদের মনে করিয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রগুলি বিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ।

হিবাকুশার দুর্দশা অকল্পনীয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও, সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের ক্ষতি এবং বেদনার সাথে বিশ্বকে পরিচিত করার জন্য যাতে সাধারণ মানুষ এবং ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাষ্ট্রনায়কেরা বুঝতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধ আসলে গভীর ধ্বংসযজ্ঞ। এই সংস্থা আজ সত্তর বছর ধরে সেই ক্রুসেড বিশ্বজুড়ে প্রচার করেছে, তারই ফলশ্রুতি এই “নিহন হিডানকিও “ কে নোবেল শান্তি পুরস্কার। কবির ভাষায় জাতিসংঘের অসহায়তা নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি প্রকাশ করেছে এই বলে:-

“যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,যত হিংসা হলাহল,...
মাথা করো নত। এ আমার এ তোমার পাপ”

ডেভিড হার্স্ট

অন্তহীন যুদ্ধ ইসরায়েলের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে

জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরের রাস্তায় পুড়ে যাওয়া ফিলিস্তিনি মানুষ, পোড়া তাঁবু, লাশের স্তূপ। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ধুলায় দিশাহারা জীবিত ব্যক্তিরা তাঁদের ছোট বাচ্চাদের প্রাণহীন লাশ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। পশ্চিমা কোনো সংবাদমাধ্যমে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন? গাজা বা লেবাননে ইসরায়েল সংঘটিত যুদ্ধসন্ত্রাসের ছবি পুলিৎজার পুরস্কারের মনোনয়ন পায় না, পাবেও না।

কারণ, সম্পাদকেরা ভয় পান। গিওরা এইল্যান্ডের তৈরি করা পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছে ইসরায়েল। কে এই এইল্যান্ড? তিনি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সাবেক প্রধান। অবসর নেওয়ার পর জাতীয় নিরাপত্তা অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষক ছিলেন। এইল্যান্ডের পরিকল্পনার মূল কথা আলোচনা সমাধান নয়। উত্তর গাজার চার লাখ বাসিন্দাকে দুটি বিকল্প দিতে হবে–হয় অনাহারে মরো অথবা জায়গা ছেড়ে পালাও। এটাই ইসরায়েলের যুদ্ধে লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র উপায়।

এই পরিকল্পনা ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, সংসদ এবং সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি এইল্যান্ডের পরিকল্পনা গভীরভাবে অধ্যয়ন করছেন। নিজের প্রধান সহকারী রন ডারমারকে গত ডিসেম্বরে বলেছেন ‘গাজা সাফ’ করার উপায় খুঁজে বের করতে। সে অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে। গাজার মধ্য দিয়ে একটা করিডর তৈরি করেছে ইসরায়েল। সেখানে সৈন্যদের বিপুলসংখ্যায় মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে এখন গাজার উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল ফিলিস্তিনিদের।

মানুষ মারার মেশিন

এরই মধ্যে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডও চলছে। অবিরাম গোলাগুলি, তাঁবুতে দুই হাজার পাউন্ডের বোমা ফেলা তো চলছেই। সঙ্গে হাজির হয়েছে ইসরায়েলিদের সর্বশেষতম কিলিং মেশিন–বিস্ফোরণকারী রোবট। এই রোবট একসঙ্গে পরপর ছয়টি বাড়ি ধ্বংস করতে সক্ষম। এই নরকে কিছুদিন বাস করেছেন একজন সাংবাদিক। তিনি মিডল ইস্ট আইকে বলেছেন, ‘এমন বোমা বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি। এমন শব্দ আমি আগে কখনো অনুভব করিনি।’

তারপরও জাবালিয়ার লোকেরা তাঁদের বাড়ি থেকে সরে আসছেন না। তাঁরা বলছেন, দক্ষিণে মারা যাওয়ার চেয়ে গাজা শহরে থেকে মরা ভালো। মৃত্যু তো মৃত্যুই। কিন্তু দক্ষিণে তাঁবুতে বাস করা জীবন অসহনীয়। উত্তরের তুলনায় অনেক কঠিন। প্রতিদিন চলছে হত্যাকাণ্ড। পুরো পৃথিবী যেন নীরব থেকে একে উত্সাহিত করছে। বেন গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আভি বেরেলি গত অক্টোবরে লিখেছেন যে ফিলিস্তিনিরা ‘এমন একটি সমাজ, যারা মৃত্যুকে উপাসনা করে।’ গণহত্যায় সমর্থনকারী এই অধ্যাপকেরা, নিরস্ত্র মানুষ-নারী-শিশুদের হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধী সমস্ত জেনারেল এবং সৈন্যরা নিরাপদেই থাকেন। এবারও তাঁরা ক্রিসমাসের কেনাকাটার জন্য লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে যাবেন, ওয়েস্টএন্ডে কেনাকাটা করবেন। তাঁদের কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় থাকবে না। আন্তর্জাতিক আদালতগুলো তাঁদের কিছু করতে অক্ষম।

সংবাদমাধ্যম হয় নীরব অথবা নিজেই এসব গণহত্যায় জড়িত। স্কাই নিউজ ইসরায়েলি এক সেনাঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় নিহত সৈন্যদের বলছে ‘কিশোর হত্যাকাণ্ড’। আর ইসরায়েলিদের এক স্কুলে চালানো বোমা হামলায় নিহত ২৩টি শিশুর মৃত্যু শুধু উল্লেখিত হয়েছে সংখ্যায়।

একইভাবে বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য সম্পাদক জেরেমি বোয়েন সাক্ষাৎকার নেন এইল্যান্ডের। তাঁর ভাবভঙ্গি এমন, যেন কোনো গবেষকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। যেন এইল্যান্ডের মানুষ মারার পরিকল্পনা এক বৈধ জিনিস। সম্ভবত বোয়েন মনে করেন যে জেনেভা ও গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো মৃত জিনিস। এইল্যান্ড নিজে যা বলেন, একজন রিপোর্টার হিসেবে বোয়েন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেননি বা তাঁর দাবি যাচাই করার চেষ্টা করেননি। বিবিসি ও স্কাই নিউজের মতো সংবাদমাধ্যম থাকে নীরব। শিশু, নারী, বেসামরিক মানুষ হত্যাকারী সশস্ত্র যোদ্ধা এবং নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্যকে তারা অস্পষ্ট করে দেয়। ইসরায়েলের উদ্দেশ্যও তা-ই। নীরবতা সময়ক্ষেপণ করে। আর এই সময় বাড়ায় মৃত্যু।

অস্তিত্বের লড়াই

উত্তর গাজার জন্য ইসরায়েলের পরিকল্পনা সফল হলে দক্ষিণ লেবানন হবে পরবর্তী শিকার। ইসরায়েলের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেইর বেন শাব্বাত বলেছেন, লেবাননে ইসরায়েলের বর্তমান অভিযানের তিনটি বিকল্প ছিল–ইসরায়েলের সামরিক নিয়ন্ত্রণে একটি নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা, একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, যা সীমান্তে ইসরায়েলের পছন্দের শাসক বসাতে দেবে আর পুরো সীমান্ত বরাবর জমি খালি করা।

শাব্বাত নিজে শেষ বিকল্পের পক্ষে। তাঁর মতে, এই বিকল্পের সুবিধা হলো এতে তুলনামূলকভাবে খরচ কম। আর এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে ভিটেমাটিছাড়া হতে হবে। ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো জায়গা আক্রমণ করলে ইসরায়েল খোদ নিজে এসে হাজির হবে প্রতিশোধ নিতে। সর্বোপরি, ধর্মীয় জায়নবাদীরা তো দাবি করেনই যে তাঁদের জেরুজালেম বিস্তৃত দামেস্ক পর্যন্ত। এই পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? আরব বিশ্বের প্রতিটি মানুষের একটি স্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। আজ যাঁরা যুদ্ধ দেখছেন পাশে দাঁড়িয়ে, কাল তাঁরাও বাধ্য হবেন যুদ্ধে নামতে। ইসরায়েল তাঁর সীমানা বাড়িয়েই যাচ্ছে। এই হুমকি সেখানকার প্রতিটি দেশকে জড়িয়ে ফেলবে। জর্ডান একসময় ইসরায়েলের সঙ্গে তার শান্তি চুক্তি ছিন্ন করবে। ইরান ও হিজবুল্লাহ লড়বে জীবনের জন্য। ২০০১ সালে তালেবানের পতন ঘটাতে আমেরিকানদের কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। আর আমেরিকানদের তাড়াতে তালেবানের লেগেছিল ২০ বছর। ২০০৩ সালের এপ্রিলে বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের মূর্তি নামাতে আমেরিকানদের লেগেছিল তিন সপ্তাহ। ইরাকে আমেরিকানদের যুদ্ধ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হতে লেগেছিল আরও আট বছর সময়। আর যে যুদ্ধের কথা আমরা বলছি, তা কোনো শাসক হটানোর যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধে সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক ও ইরানের সুন্নি ও শিয়াদের আত্মপরিচয় জড়িয়ে যাবে। এই যুদ্ধ হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য নিজের অস্তিত্বের লড়াই।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

প্রথম নজর

ফুরফুরা শরীফে পীর বড়ো হুজুরের ইয়াদগারে মাহফিল

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা
আপনজন: শুক্রবার ফুরফুরায় পীর বড়ো হুজুরের স্মরণে ঐতিহ্যবাহী ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে তাঁর স্ত্রী ও সমস্ত পুত্রদের ইয়াদগারের এই সভা। ৪৭তম বর্ষে পদার্পণ করল।পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী শেষ দোয়া করেন। জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেছিলেন পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী।
পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী মাওলানা মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম এদিন হাজির ছিলেন। প্রচারে ছিল ফুরফুরা বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমিন হিযবুল্লাহ্। সভার আগের দিন ফাতেহিয়া খারেজীয়া হিফজুল কোরআন ও দাওরাতুল হাদীস মাদ্রাসার " সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের মধ্যে কোরআন তেলওয়াত ও গজল প্রতিযোগিতা পর্ব চলে। এদিন আকর্ষণীয় বিষয় ছিল পড়ুয়াদের মধ্যে আরবী ও উর্দু ভাষায় কথোপকথনের পর্ব । মোজাদ্দেদে যামান পীর হযরত দাদা হুজুরের পূর্ণ কামালিয়াতের অধিকারী পীর বড় হুজুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বহুবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড, জনহিতকর কাজকর্ম সহ বঙ্গের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতি কায়েম করার ক্ষেত্রে বিরল ভূমিকা যে পালন করেছিলেন সে বিষয়ে বাংলার বিখ্যাত বক্তারা আলোচনা করেন। মহম্মদ আলি ইউসুফ সামবিল ও মেশবাহুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা জবিহুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী, পীরজাদা আসেমবিল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী ও পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী সহ অসংখ্য পীরসাহেবদের চাঁদের হাট এদিন সকলের নজর কেড়েছিল। অনুস্ঠানে তামাম বিশ্বের মানুষের কল্যানের জন্য প্রার্থনা করা হয়। সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনা করে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত হয় এই সভা। ফিলিস্তিনের নীরিহ মানুষ সহ শহিদ হওয়া মানব শিশুদের জন্যও দোয়া করা হয়।

জুম্মার নামাজের মাধ্যমে রায়নার বহরমপুর গ্রামে নতুন মসজিদের সূচনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● রায়না
আপনজন: মসজিদ উদ্বোধন ঘিরে এলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মত । ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ হুকুমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নামাজ আর সেই নামাজ জামাতে পড়ার নির্দেশ আছে ধর্মীয়ভাবে। নামাজ পড়তে গেলে তৈরি করতে হবে মসজিদ। পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বহরমপুর কদমতলা এলাকায় দলুইদিঘি বাজার সংলগ্ন অনেক মুসলিম বসতি থাকলেও সেখানে কোনো মসজিদ ছিল না। এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কিছু দ্বীনদরদী ব্যক্তি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন, যার নামকরণ হয় 'ফজলে এলাহী মসজিদ'। ১৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।নতুন মসজিদে প্রথম জুম্মার নামাজে এলাকার মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য, মানুষের ঢল নামে। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কেরাত, গজল, বয়ান ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। জুম্মার নামাজে বক্তব্য রাখেন হাজী মুফতি বসির হাসান কাসেমী এবং নামাজ পরিচালনা করেন মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারাবাজারের প্রধান মুদাররিস মুফতি জাকির হোসেন। এই মসজিদের উদ্বোধনী সহ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী, সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং মাদ্রাসা দারুল উলুম-এর সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন।অনুষ্ঠানে হাজী কুতুব উদ্দিন বলেন, "মসজিদ তৈরি করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। যারা মসজিদ তৈরিতে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন, তারা কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার লাভ করবেন।" পান্ডুয়া মাদ্রাসার বিখ্যাত মুফতি বসির হাসান কাসেমী বলেন, "মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যারা মসজিদ তৈরি করে রেখে যায়, তাদের আমল কবরেও চালু থাকে। আল্লাহ তাদের সওয়াব দেবেন।"
মসজিদের সম্পাদক হাজী শেখ সৈয়দ আলী বলেন, "এই এলাকায় মসজিদের প্রয়োজন ছিল, যা অবশেষে পূরণ হয়েছে। যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা মহান রব্বুল আলামীনের কাছে তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করি।"
জুম্মার নামাজে এলাকার মানুষের ঢল নামে এবং সবুজ ঘেরা মনোরম পরিবেশে ফজলে এলাহী মসজিদের নামাজ যেন আল্লাহর রহমত নিয়ে আসে। নামাজের শেষে মুফতি জাকির হোসেন অশ্রুসিক্ত নয়নে মহান রব্বুল আলামীনের কাছে মসজিদ, এর সাহায্যকারীদের এবং ফিলিস্তিনি সহ পৃথিবীর সমস্ত মজলুম মানুষের জন্য দোয়া করেন। নামাজের পর মসজিদ কমিটির তরফ থেকে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার বিরোধী দলের অঞ্চল সভাপতি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া
আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার কাশিমনগর প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৪০টি ৫০০ টাকার জাল নোট। তার পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে পুলিশ জানতে পারে
গত ৯ জুন রাতে হরিহরপাড়া থানার পাড়া গ্রামের তৃণমূল কর্মী সনাতন ঘোষকে খুনের ঘটনায় জড়িত ছিলেন এই ব্যক্তি। ইতিমধ্যে ঐ খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৯জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে জুলফিক্কার আলী ওরফে ভুট্টুকে বৃহস্পতিবার বিকালে গ্রেফতার করে পুলিশ ওই খুনের ঘটনায় মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে ধৃত ব্যক্তির নাম জানা যায় জুলফিক্কার আলী ওরফে ভুট্টু। তিনি হরিহরপাড়া

ব্লকের চোয়া অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তার বাড়ি হরিহরপাড়ার নাজিরপুর এলাকায়। এই বিষয়ে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ তিনি বলেন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকলে তাদেরকে আমরা কোন মতেই বরদাস্ত করব না। পাড়া গ্রামে খুনের ঘটনায় নাম জড়ানোর পর থেকে তাকে অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আহাতাব উদ্দিন শেখ তিনি বলেন আমরা খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস নয় খুনের রাজনীতি করে কংগ্রেসরা আমরা মানুষকে ভালবেসে রাজনীতি করি বলে জানান তিনি। এই জাল টাকা, কোথায় থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল কোথায় পাচার করা হত এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে বিচারকের কাছে শুক্রবার ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার পুরো তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদা মেডিকেল কলেজে ২২৮টি সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা
আপনজন: অবশেষে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। বসানো হলো ২২৮ টি সিসিটিভি ক্যামেরা। এর আগে সেই সংখ্যাটা ছিল ১৭১। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ থেকে হাসপাতাল ঢোকার মূল প্রবেশদ্বার সমস্ত জায়গায় লাগানো ক্যামেরাগুলি বড় এলইডির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা মনিটরিং করছেন দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা। তার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরানো হলো সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। এতদিন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২০ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সেই চিত্রটা বদলে গেল। তার পরিবর্তে হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে প্রতি শিফটে একজন করে এএসআই পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ আধিকারিক সহ সাত জন পুলিশ

কর্মী। হাসপাতালে জরুরি বিভাগ, ট্রমা কেয়ার ইউনিট সহ একাধিক ওয়ার্ডে নজরদারি চালাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের হাসপাতাল থেকে সরানো হওয়ায় আরো বেশি নিরাপত্তা পাওয়ার আশঙ্কা করছেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। এই সিদ্ধান্তে তারা খুশি। এদিকে,মায়ের সঙ্গে স্নান করতে এসে চোখের সামনে ফুলহার নদীতে তলিয়ে গেল বছর পাঁচের পুত্র সন্তান। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষ পাড় ঘাটে। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে বাবা মা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছে ভালুক ফাঁড়ির পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত শিশুর নাম রাহাত হোসেন। তার বাড়ি দৌলতনগরে। আজ দুপুরে মায়ের সঙ্গে ফুলহার নদীতে স্নান করতে আসে। মা ঘাটের এক পাশে কাপড় কাঁচ ছিল। সে সময় শিশুটি জলে নেমে যায়। ঘটের কাছে গভীর গর্ত থাকায় শিশুটি মায়ের চোখের সামনে তলিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বঙ্গশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হলেন কালিয়াচকের তানিয়া রহমত

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক
আপনজন: মালদা জেলার মোথাবাড়ি এলাকার কাহালা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তানিয়া রহমত। তার পড়াশোনা অর্থাৎ ছাত্র জীবন মোথাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু হয় এবং তারপর মালদা উইমেন্স কলেজে পড়াশোনা করেন তিনি।
পড়াশোনার পর বিভিন্ন বিভাগের কর্মসংস্থান এড়িয়ে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার পেশা। তার প্রথম শিক্ষকতার জীবন শুরু হয় এনটিপিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে প্রায় দশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন। এরপরে তিনি বর্তমানে প্রায় একুশ বছর ধরে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।
ইতিমধ্যে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষিকা হিসাবে বঙ্গ শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হলেন কলকাতার সায়েন্সসিটি সেমিনার হলে। তানিয়া রহমতের হাতে মর্যাদাপূর্ণ এই মানপত্র ও সম্মাননা ফলক তুলে দেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড: পবিত্র সরকার। এই সম্মান শুধুমাত্র তানিয়ার রহমতের নয়, এতে গৌরান্বিত হলেন কালিয়াচক তথা মালদা জেলা বাসি।
প্রসঙ্গত, কালিয়াচক দেশের মানচিত্রে কুখ্যাত এক নাম, প্রতিনিয়ত মহামারী, খুন, জালনোট আরও কত কি যেখানে রোজকার খবর।
এরকম একটা এলাকায় শিক্ষিকার মত পেশায় নিযুক্ত হয়ে জেলার একটি সুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক মন্ডলী এবং সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিনের পথ চলা খুব

সহজ ছিল না তার। আর এইরকম একটা এলাকায় ২০০৩ সালে একটি মাত্র ক্লাস ঘর, পাশেই সিনেমা হল, বিদ্যালয় ঘেঁষেই লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান ইত্যাদির মত সমস্যাগুলিকে সঙ্গী করেই দীর্ঘ এই যাত্রা পথের লড়াই। প্রতিদিন সবার আগে বিদ্যালয় প্রবেশ, বিদ্যালয় খোলা বন্ধ করা, নির্মল পরিবেশ বজায় রাখা, নিয়মিত পঠন পাঠন, অভিভাবক সভা করা, মনীষীদের জন্ম মৃত্যু দিবস উদযাপন ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়েই ক্রমশ ছাত্রছাত্রী, এলাকার মানুষ ও প্রশাসনের সুনজরে চলে আসেন শিক্ষিকা তানিয়া রহমত।
আর ওই অচেনা অজানা বিদ্যালয় যখন একের পর এক পুরস্কৃত করল তখন এই সৎ, দৃঢ়, সাহসী এবং অত্যন্ত কর্মপরায়ণ তানিয়া রহমত হয়ে গেলেন শিক্ষারত্নসহ আন্তর্জাতিক সম্মানে সম্মানিত। এক উজ্জ্বল পরিবার কালিয়াচকের মাটি থেকে মালদা ছাড়িয়ে বাংলা তথা দেশকে গর্বিত করছে।
এছাড়াও তিনি পেয়েছেন, নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার, শিশু মিত্র পুরস্কার, শিক্ষারত্ন পুরস্কার, গ্লোবাল টিচার রোল মডেল এওয়ার্ড, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সম্মান প্রেস ফটোগ্রাফারস আয়োজিত, রাষ্ট্রীয় শিক্ষারত্ন পুরস্কার, জাতির গর্ব প্রতিভা সম্মান, জি বাংলার দিদি নাম্বার-১ চ্যাম্পিয়ন, রাষ্ট্রীয় আচার্য শিরোমনি সম্মান, আইডিয়াল উইমেন অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড, চাতক অনন্য নারী সম্মান, রবীন্দ্রনাথ টেগর সেবা সম্মান এবং পেলেন বঙ্গ শ্রেষ্ঠ সম্মান এছাড়াও বহু সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তানিয়া রহমত। শিক্ষিকা তানিয়া রহমত বলেন, শুধু বিদ্যালয়ের গুন্ডিই নয়, প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিড়ি শ্রমিক পরিবার থেকে ভর্তি করণ প্রক্রিয়ায় আগ্রহী করে তোলা, শিশু শ্রমিক থেকে বিদ্যালয় মুখি করা।
এছাড়াও তিনি বলেন, আমার দুই কন্যা একজন আলিশা ইবকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও বর্তমানে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণারত। অপর কন্যা আলিফিয়া ইবকার বর্তমানে আমেরিকার নিউ জার্সিতে গবেষণারত।

বর্ধমান মেডিকেলে ৯ জোড়া যমজ সন্তানের জন্ম হল একদিনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান
আপনজন: বিরল ঘটনা। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ২৪ ঘন্টায় জন্ম নিল ১৮ টি যমজ সন্তান।বিরল ঘটনা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একইদিনে জন্ম নিলো ৯ জোড়া জমজ বাচ্ছা। ২৪ ঘন্টায় এতগুলি যমজ বাচ্চার জন্ম এর আগে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হয়নি। লক্ষ্মী পূজার দিন তা রেকর্ড গড়ল।জন্ম নেওয়া ১৮ টি শিশুর মধ্যে ১১জনই কন্যা। বাকি ৭টি পুত্র সন্তান। আপাতত মা এবং শিশুরা সবাই সুস্থ বলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ প্রসূতি বিভাগ সুত্রে জানানো হয়েছে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সুত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার হাসপাতালের বহির্বিভাগের উপরে থাকা স্ত্রী এবং প্রসূতি বিভাগের এই 'বিরল' ঘটনা ঘটে। এখানেই নয়জন মা সারাদিনের মধ্যে যমজ বাচ্ছার জন্ম দেন। আরও উল্লেখযোগ্য এই

১৮টি সদ্য জাতের মধ্যে ১১টি কন্যা সন্তান। শিশুগুলির মধ্যে ৫টি শিশুর ওজন সামান্য কম থাকায় তাঁদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের 'নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট' এ রাখা হয়েছে। যদিও সব শিশুই সুস্থ এবং তাঁরা বিপদমুক্ত।
সদ্যোজাতদের জন্ম দেওয়া মায়েরাও সুস্থ আছেন। বর্ধমান হাসপাতালে এসে BMCH এ এমএসভিপি তাপস ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন একদিনে এতগুলি যমজ শিশুর জন্ম পশ্চিমবাংলার কোন মেডিকেল কলেজে হয়তো হয়নি। এই প্রথম বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হল।

বন্যার জল কমতেই ভাঙন শুরু মানিকচকে

দেবাশীষ পাল ● মালদা
আপনজন: বন্যার জল কমতেই আবারো ভাঙ্গন শুরু মানিকচকে। মালদহে আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না শুরু হয়েছে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন। চোখের সামনেই ভেঙে পড়ছে একের পর এক নদীপাড়। তলিয়ে যাচ্ছে জমি-জায়গা, বাস্তুভিটা। অথচ ভাঙন রোধে নেই কোন প্রশাসনিক তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর । আর এই পরিস্থিতিতে এখন ক্ষোভে ফুঁসছেন মালদার মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের কামালতিপুর এলাকার বাসীন্দারা।গ্রামবাসীরা জানান ইতিমধ্যেই গঙ্গায় আবার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে যার ফলে বাড়ি ঘর ভেঙে অন্যত্রে নিয়োজিত হচ্ছে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে প্রশাসনের নজর নেই এমনই অভিযোগ। এলাকায় ভাঙ্গনের ফলে মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের কামালতিরপুর,এলাকায় বিদ্যুৎ নেই ঘর বাড়ি ভেঙে কোনক্রমে দিন কাটাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর অভিযোগ প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দিষ্ট থাকার জায়গা করে দেওয়া হোক যার ফলে স্থায়ী ঘর হবে এই পরিস্থিতিতে ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যের জমিতে পড়ে রয়েছে কোনক্রমে রাত কাটাতে হচ্ছে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ প্রশাসনের কোন জমি দিয়ে কলোনি তৈরি করে দেয়া হোক।এই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে সমস্যা মুখে পড়তে হচ্ছে বলে জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাজল শেখের নিরাপত্তা আরও কঠোর করা হল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: অনুব্রত মণ্ডল দীর্ঘ দু বছর তিহার জেলে বন্দি থাকার পর বেশ কিছুদিন হলো তিনি জামিনে মুক্ত পেয়ে বোলপুর নিচু পট্টি বাড়িতে ফিরেছেন। অনুব্রত মণ্ডল কে ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকেও পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডল ফেরার পর কিন্তু এবার কেষ্ট বিরোধী বলে পরিচিত কাজল শেখর নিরাপত্তা বাড়ানো হয় বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। যদিও কাজল শেখ এই নিরাপত্তার জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে আমার ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা আছে। এরপরেও আরো সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে বলে জানান। তিনি আবারো জানান অনুব্রত মণ্ডল আমার অভিভাবক এবং রাজনীতির গুরু তার সঙ্গে আমার কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাহলে কাজল শেখ কেন নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন একথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানান যে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান এই বীরভূমে নানুর অঞ্চল থেকে নানুর থেকে যে লড়াই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে হয়েছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমি অর্থাৎ কাজল শেখ। যার জন্য আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল এবং ৬৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে বামফ্রন্টের সেই হার্মাদ এখনো রয়ে গেছে। বামফ্রন্ট নেই ঠিক কথা কিন্তু বর্তমানে কিছু লোক বিজেপি ছত্রছায়ায় গিয়েছে।এমনকি বীরভূমে নানুরে সব থেকে বড় ক্রিমিনাল ফেরার গোপাল শেখ সেও বর্তমানে তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে বলে জানা যায় কাজল শেখ জানান। তাছাড়া নানুরে যারা হত্যা লীলা চালিয়েছিল সেই হার্মাদদের একটা অংশ আবার কোথাও কোথাও তাদের ফের দেখা যাচ্ছে। সেই খবর হয়তো পুলিশ প্রশাসনের কাছে আছে যার জন্য আরো দুটো অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী দিয়েছে বলে মনে হয়। কাজল শেখ আরো জানান তাকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশ থেকে কিছু দুষ্কৃতী আনা হয়েছিল। তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে গিয়েছিল তারা এখন বোলপুর মহকুমা সংশোধনাগারে আটক আছে।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতার 'তোলাবাজি' তীরে বিদ্ধ হল কলকাতা পুলিশ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়
আপনজন: অবিভক্ত ভাঙড় এখন কলকাতা পুলিশের আওতায়। ২ টি ব্লক ও ১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তরতম এই জনপদ। ২০২৩ শের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তপাতের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাঙড় রাজ্য পুলিশ থেকে কলকাতা পুলিসের অধিনে আসে। সাধারণ মানুষের নানা অভিযোগ রয়েছে সাদা পোশাকের পুলিশের উপর। এর থেকে খাকি পোশাকের পুলিশই ভাল ছিল বলে মানুষের অভিমত। এবার কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন খোদ শাসক দলের নেতা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার "তোলাবাজি" অভিযোগের তীরে বিদ্ধ পুলিশ।
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার যাদবপুর-ডায়মন্ডহারবার সাংগাঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সাবিরুল ইসলাম সরাসরি কলকাতা পুলিসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি করার অভিযোগ এনেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ বাহারুল ইসলামের ভাই সাবিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিস কে ভাঙড়ে পাঠিয়েছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য না অত্যাচার করার জন্য? আমি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি দয়া করে ভাঙড়কে কলকাতা পুলিসের অত্যাচার থেকে বাঁচান। আমি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করছি ভাঙড়ের মানুষ কে রক্ষা করুন। এই অত্যাচার আমরা সহ্য করতে পারছি না। ইট গাঁথতে গেলে কলকাতা পুলিশ এসে আটকে দিচ্ছে। কলকাতা পুলিসের কাছে আমার প্রশ্ন একটাই--- অনুমতি পঞ্চায়েত, ব্লক ভুমি আধিকারিকের দফতর থেকে করব নাকি থানা থেকে করব?'
উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সুজা উদ্দিন মোল্লা নামের ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের জাগুলগাছি অঞ্চলের এক ব্যক্তির পৈতৃক জমির উপর নির্মিত ঘরে ছাদ ঢালাই হচ্ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক আছে বলেই তার দাবি। অভিযোগ ভাঙড় থানার পুলিশ কাজ বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের থানায় তুলে নিয়ে যায়।
প্রতিবেশীরা সাংবাদিকদের জানান রাজ্য পুলিশের সময় এমন সমস্যা হত না। কলকাতা পুলিশ এসেই যত সমস্যা। তাদের অভিযোগ পুলিশ টাকা খাওয়ার জন্য এমন করছে। এদিন পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সাবিরুল ইসলাম।
পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে কোনো পুলিশ আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া নেওয়া সম্ভব হয়নি "আপনজন" প্রতিনিধির পক্ষে।
উল্লেখ্য, এর আগে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক, রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সওকাত মোল্লাও কলকাতা পুলিসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনিও পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন।

প্রথম নজর

৩০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ সহ ধৃত-১

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের লোকপুর,খয়রাশোল, কাঁকরতলা, রাজনগর প্রভৃতি থানা এলাকা দিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুড়াবেড়িয়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চোলাই মদ পাচারের খবর আগেভাগেই ছিল। সম্প্রতি দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যেও থানার পক্ষ থেকে মদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন এবং এলাকায় অশান্তি,বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি যেন না হয় তা সকলের দায়িত্ব। তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতেও বলেন। বৃহস্পতিবার লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ গোপন সূত্রে খবর পান যে ঝাড়খন্ড দিক থেকে মোটরসাইকেলের মধ্যে বস্তা ভর্তি অবৈধ চোলাই মদ পাচারের উদ্দেশ্যে লোকপুরের পথে ঢুকছে । স্থানীয় থানার বারাবন জঙ্গল মোড়ে এএসআই আনোয়ার ফারুক খান অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নাকা চেকিং চলাকালীন দুপুর বেলা ঝাড়খণ্ড দিক দিয়ে এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলের পেছনে বস্তায় বাঁধা কিছু নিয়ে পার হওয়ার সময় পুলিশ আটক করে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৩০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করে। অবৈধ চোলাই মদ ও মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করে এবং এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের পরিচয়ে জানা যায় স্থানীয় থানার ডেমুরিয়া গ্রামের ভজন বাউরি।পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রাম থেকে চোলাই মদ কিনে স্থানীয় এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল।লোকপুর থানার পক্ষ থেকে ধৃতকে শুক্রবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পরিবেশ রক্ষায় ‘জল জঙ্গলের গান’

মাফরুজা মোল্লা ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ম্যানগ্রোভ থিয়েটার সেন্টারের তিন যুবক–সজল মণ্ডল, বাপ্পা দাস, এবং কৌশিক রায়। এই ত্রয়ী তাদের থিয়েটার, গান এবং অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে ‘জল জঙ্গলের গান’ নামের এক ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল গঠন করেছেন। তাদের অভিযাত্রার সূচনা হয়েছে সুন্দরবনের গোসাবার সামসেরনগরের জিরো পয়েন্ট থেকে। প্রতিদিন ভোরের সূর্যোদয়ের আগেই তারা যাত্রা শুরু করেন, এবং মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সেখানকার গ্রামবাসীদের সামনে তাদের পরিবেশনা করেন। স্থানীয় মানুষদের জন্য এই অভিনব বিনোদন যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনই পরিবেশ রক্ষার তাৎপর্য বোঝাতে সাহায্য করছে। তাদের অভিনয়ের মূল উপজীব্য সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন এবং এই এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা। সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যমে বার্তা এই ত্রয়ী বিভিন্ন গান, বাজনা ও নাট্য অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর বার্তা, এবং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরছেন। গ্রামীণ পরিবেশে থিয়েটার এমন একটি মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারে।

অনুব্রত সভাপতি থাকলেও কোর কমিটি সিলমোহর পেল দলের

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: অন্যায় করবো না। কাউকে অন্যায় করতে দেবোনা। অন্যায় করলে তাকে বোঝাতে হবে। এটা ভালো নয়। তিহার জেল থেকে ফিরে আসার পর এই বোধোদয় হল বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। বৃস্পতিবার প্রায় এক তরফা ভাবে নিজের উদ্যোগেই মুরারইয়ে সভা শুরু করেছিলেন। সেখানে কাজল শেখ থেকে শুরু করে কোর কমিটির তিন জন সদস্য এবং দুই সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন। সেই বার্তা রাজ্য স্তরে যেতেই, রাজ্য থেকে কড়া বার্তা- সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে চলতে হবে। তাই মুরারয়ের মতই যে কথা কথাই ছিল কার্যত সেই কথাই বললেন অনুব্রত মণ্ডল। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। কেউ যদি ভুল করে তাকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি যেসব এলাকায় তিনি যাবেন না বলে ঠিক করেছিলেন। সেই সব এলাকা নিয়ে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হলো। যে তালিকায় কোর কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে বিকাশ রায় চৌধুরীর নাম দেওয়া হল। রাজ্য নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিল এই তালিকা কোর কমিটির অনুমোদনে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে একক ভাবে অনুব্রত মণ্ডলের কোন ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ রাজ্য থেকে কোর কমিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হল। সে কথা বুঝতে পেরে শুক্রবার অনুব্রত মণ্ডল নলহাটি ২ নং ব্লকের ভগলদিঘী হাই স্কুল মাঠ থেকে সেই বার্তাই দিলেন। সবাইকে একসঙ্গে চলতে হবে। আমি এম পি হবো না এম এল এ হবো না। আমি আপনাদের মতোই কর্মী হয়ে থাকতে চাই । তিনি আবারও পুরনো পদ্ধতিতে জনগণের কাছে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু এলাকাবাসী ভবিষ্যতে তাকে কতটা গ্রহণ করবে। তিনি ফিরে যেতেই তাকে ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে এলাকা জুড়ে ।

মদের আসরে বচসা থেকে খুন কাঁথিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লক ও কাঁথি থানা এলাকায় দেউলপোতা গ্রামে মদের আসরে বচসা থেকে খুনের ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে , বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকার পূর্ব আমতলিয়ার বাসিন্দা গোবিন্দ পাত্র-৪৫ (পেশায় ব্যাবসায়ী ও সুদ কারবারি) কে মদেরআসরে দেউলপোতা গ্রামে ডাকে অভিযুক্ত উত্তম পাত্র(৩৫) সহ কয়েকজন। পেশায় সুদ ব্যাবসায়ী গোবিন্দ বহু দিন আগে টাকা ধার দিয়েছিল অভিজিৎ পাত্রকে। গোবিন্দ টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিল বলেই জানা যাচ্ছে। আর সেই থেকেই একটি পরিকল্পনা করে গোবিন্দকে বাড়ি থেকে ডেকে আনে বলে খবর। আসরে মদ খাওয়ার সময় টাকার প্রসঙ্গে আলোচনা ও বচসা হলে পাশে থাকা গোটা ইট দিয়ে প্রথমে তাকে মাথায় মারে এবং পরে সেই ইট দিয়ে পুরো মাথা থেঁতলে দেয় বলে স্থানীয়রা জানান। পরে খবর রাতে জানা জানি হতেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে কাঁথি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। সমগ্র ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত উত্তমের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই দমকল বাহিনী ও বিশাল পুলিশ ফোর্স। পুলিশ এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত উত্তম পাত্র ও বাটুল মাইতিকে গ্রেফতার করেছে। ওই এলাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে। এদিকে,বর্ধমান স্টেশনে আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ হকারদের।বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে শুক্রবার আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ হকারদের। তাদের দাবি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হকারদের উচ্ছেদ করতে ব্যস্ত। তাই দীর্ঘদিন ধরে হকারি করে আসা মানুষজন যাতে হকারই করতে পারে তার জন্যই আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো। তারা জানান, আরপিএফ যেভাবে অত্যাচার করছে তাদের ওপর এরপর তারা আর চুপ করে বসে থাকবে না দরকার পড়লে কলকাতার ডিআরএম অফিসে যাবেন। তাতে কিছু না হলে তারা দিল্লি পর্যন্ত যাবে। ইতিমধ্যে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদের সঙ্গে হকাররা কথা বলেছেন। তাদের উপর আর পি এফ এর অত্যাচারের কথাও বলেছেন।

লালন ফকিরকে নিয়ে সেমিনার‘রোডম্যাপ’-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার বাউল সম্রাট লালন ফকিরের প্রয়াণ দিবস। বিতর্ক থাকলেও এই দিনটিকে জন্মদিন বলেও মানা হয়। এই উপলক্ষে রোডম্যাপ পত্রিকার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন সেমিনার। সম্পাদক এম এম আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মৌসুমি মন্ডল। লালন দর্শন : দেশ ও সমাজ গঠনের প্রেক্ষিত শিরোনামে বক্তারা আলোচনা করেন। মূখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও লালন গবেষক ড. রমজান আলি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কিশোরি মন্ডল, দীপনারয়ন মন্ডল, মুবাইদুল ইসলাম মোল্লা, মতিয়ার রহমান ও সাহিত্যিক ইসমাইল দরবেশ। লালনগীতি পরিবেশন করেন লোকসংগীত শিল্পী সম্বিতি পোদ্দার,

লোককবি উত্তম সরকার, চন্দন বাউল, সাহেদ রেজা। বক্তারা বলেন, লালন জাত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বর্তমানে দেশে মানুষ জাত ও বর্ণবৈষম্যের শিকার, তা থেকে মুক্তি পেতে লালন ফকিরের সমাজ দর্শন আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি পরিমল বিশ্বাস, সমীরণ বিশ্বাস প্রমুখ। স্বরচিত গান গেয়ে শোনান উপানন্দ বাড়ৈ। এই অনলাইন সেমিনারে প্রায় সত্তরজন কবি সাহিত্যক উপস্থিত ছিলেন।

হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে ভূমিপত্র প্রার্থীর দাবিতে সরগরম এলাকা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভায় উপ নির্বাচন নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই সরগরম হয়ে রয়েছে হাড়োয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা । এর নেপথ্যে পোস্টার বিতর্ক । সেখানে একের পর এক পোস্টার পড়েছে তাতে লেখা রয়েছে উপনির্বাচনে ভূমিপুত্র কে চাই । পোস্টারের একেবারে প্রথমেই লেখা, ‘২০২৪-এর উপনির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভায় বহিরাগত নয় । আমরা চাই, কাছের মানুষ । কাজের মানুষ, এলাকার ভূমিপুত্র ।পোস্টারের একেবারে নিচে লেখা, ‘তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ, হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র’!

প্রার্থনায় হাড়োয়ার নাগরিক সমাজ,, একাধিক জায়গায় এই পোস্টার পড়তেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে । এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব মুখ খুলতে চাইনি, তারা বলেন আমাদের দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাড়োয়া উপনির্বাচনে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নেব, যাকে দেবেন তার হয়ে আমরা লড়াই করব। হাড়োয়ার এক তৃণমূল নেতা বলেন, আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় উপনির্বাচনের বিষয় নিয়ে পোস্টার পড়েছে, তাতে লেখা রয়েছে ভূমিপুত্র কে চাই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। তবুও বলবো এলাকার মানুষের একটা আবেগ হাড়োয়ার কোন ভূমি পুত্রকে যদি প্রার্থী করে তাহলে তারা খুশি হবেন, এটাই তারা দাবি রেখেছেন। যদিও বিজেপি থেকে দাবি করা হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয়েছে হাড়োয়ায়। যার ফলে কর্মী সমর্থকরা তারা খুব উগরে দিচ্ছেন পোস্টারের মাধ্যমে। তৃণমূল ওদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল প্রার্থী নিয়ে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতৃত্ব জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতর কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই। যারা ভাবছেন গোষ্ঠী কোন্দল বলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাগ করব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাকেই প্রার্থী করবেন তার হয়েই তৃণমূল কর্মীরা লড়াই করবে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ত্রাণ ও পদ্মা যমুনা নদীর সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ বাদুড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ত্রাণ, পদ্মা নদীর সংস্কার ও ফসলের ক্ষতিপূরণ এর দাবি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বন্যা কবলিত অসহায় মানুষগুলো। বাদুড়িয়ার বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজরা , রায়পুর, কানুপুর এলাকার ঘটনা । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাদুড়িয়ার বাগজোলা পঞ্চায়েতের , খাজরা, রায়পুর, কনুপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘ দেড় মাস ধরে জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ভেতরে জল ,এলাকায় কোথাও হাঁটু পর্যন্ত আবার কোথাও কোমর সমান জল , কয়েক হাজার বিঘা ফসলের জমি জলের তলায় , বিভিন্ন ফসলের প্রচুর ক্ষতি ।এতদিন ধরে এলাকার মানুষ জলবন্দী হয়ে রয়েছে কিন্তু কোন প্রশাসনিক কর্তা বা পঞ্চায়েত , বিডিও অফিস থেকে কেউই এলাকার মানুষের খোঁজখবর নিচ্ছে না বা কোনরকম ত্রাণ দিচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন এলাকার মানুষ । বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার মানুষ রাস্তায় নেবে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো।

তাদের দাবি অবিলম্বে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পদ্মা নদী ও যমুনা নদী সংস্কার করতে হবে । পদ্মা নদী সংস্কার করলেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবে এলাকার মানুষ । যদিও এই বিষয়ে বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কার্য পরিবহনের কর্মাধ্যক্ষ কুমারেশ রায় বলেন,আমরা ইতিমধ্যেই ত্রাণের ব্যবস্থা করেছি , তবুও আপনাদের মাধ্যমে শুনলাম যারা পায়নি তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব এবং তাদের ত্রাণের ব্যবস্থা করব এবং পদ্মা ও যমুনা নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা আশা করছি , এদিন বসিরহাট বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন,দেখুন তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বাংলার মানুষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর বর্ষাকালে এই নদীমাতৃক অঞ্চল গুলি বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় এবং তার ফলে বহু মানুষের ফসল গবাদি পশু ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি স্থানীয় প্রশাসনও প্রতিবছর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া এই সমস্যা দূরীকরণে কোনরূপ সদর্থক ভূমিকা পালন করে না।

রেলিং ভাঙা দুর্বল সেতু দিয়ে ঝুঁকির পারাপার

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রেলিং ভাঙা দুর্বল সেতু দিয়ে ঝুঁকির পারাপার। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে রেলিং ভাঙা ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেতুটি। ঘটছে দুর্ঘটনাও। তবুও সেতুটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। এই নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বসতপুর গ্রামে বাহাদুরা খালের উপরে ব্রিজটি রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় লোকজন দ্রুত সেতুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল দ্রুত ব্যবস্থা নেবার জন্য জেলায় বিষয়টি জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাম আমলে ১৯৯১ সালে সেতুটি নির্মাণ করা হয়। সেতুটি নির্মাণের সময় সেতুর দুই পাশে রেলিং ছিল। কিন্তু সেতুটি নির্মাণের প্রায় ১০ বছরের মধ্যে দুই পাশের রেলিং ভেঙে যায়। সেই সঙ্গে সেতুটির জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দুটি টোটো বা অন্য কোন বাহন চলাচল করাও ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আব্দুল মজিবুল হক ও সফিকুল আলিরা বলেন, এই সেতুর উপর দিয়ে বরুই ও তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। সেতুর দুই পাশের রেলিং পুরোপুরিভাবে ভেঙে গিয়েছে। সেতুটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেতু থেকে রড বেরিয়ে এসেছে। সেতুর ওপর দিয়ে যেকোনো যানবাহন চলাচল কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই সেতুর ওপর দিয়ে দিনের বেলা কোনো রকমে চলাচল করা গেলেও রাতের বেলা অন্ধকারে চলাচল খুব কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও কে একাধিকবার জানিয়েছি। সেতুটি সংস্কারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমা খাতুন বলেন, আমাকেও ওই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বিডিওকে সংস্কার করার বিষয়টি জানিয়েছি। জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম বলেন, অনেকদিন ধরেই সেতুটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি শিঘ্রই জেলায় জানাব।

নাগরিক সমাজ সরব হল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: আরজি কর কান্ড নিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে বসিরহাটের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সরব হলেন ‘পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজে’র কর্মকর্তারা । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। হাসপাতাল থেকে জনগণ যতটুকু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল সেটাও বঞ্চিত হবে। জনগণের হাসপাতালে ভর্তির জন্য তারা যে ডিজিটাল সিস্টেমের কথা বলছে তার মধ্য দিয়ে হাসপাতালে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না, রোগীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাবে । যে আগে সুযোগ পাবে সেই ভর্তি হতে পারবে । পাশাপাশি শূন্য পদ পূরনের ক্ষেত্রে শুধু আমাদের রাজ্যের হাসপাতালগুলো নয়, গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারি দপ্তর গুলিতেই এই অবস্থা রয়েছে। এটার মধ্যে নতুন কিছু নেই। গোটা সরকারি দপ্তর গুলোতেই শূন্য পদ পূরণের দাবি করলে তার একটা মানে দাঁড়াতো । আমাদের রাজ্যে ছয়টি উপনির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের চেহারা কি রূপ নেবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি । এমনকি আমাদের দেশের বাঘা বাঘা বিপ্লবী দল এক জায়গায় হতে পারবেনা! বিপ্লবীরা বলছে শাসক পক্ষকে জনগণ সহ্য করতে পারছে না । কিন্তু ওরা যে ক্ষমতায় আসবে সে কথাও বলার সাহস নেই । এবারের জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তাররা মিলে যে বিপ্লবটা করতে চাইছিল তার বারোটা বেজে যাবে ! কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে আন্দোলনকে যখন রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন আন্দোলনেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলব ! তার মানে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে! এই আন্দোলনের নামে রাজ্যে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। উপনির্বাচনে জনগণই হয়তো তার উচিত শিক্ষাই দেবেন বলেও মন্তব্য করেন গোলাম ছাত্তার গাজী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজে’র কোষাধক্ষ্য বিধান গাইন, কবি আব্দুল্লাহ সাহাজী, মনোজ মল্লিক প্রমুখ ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বহড়ুতে তৃণমূলের নয়া অফিসের সূচনা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরো মজবুত করার লক্ষে শুক্রবার জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু বাজারের কাছে রাস্তার পাশে বহড়ু দিঘীরপাড় তৃনমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়ে গেল।

এদিন এর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, রাজু লস্কর, বহড়ু অঞ্চলের তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য বাবুন সেখ, সাজাহান মোল্লা, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, প্রাক্তন প্রধান স্নেয়াশীস নাইয়া, প্রাক্তন উপপ্রধান লাল্টু লস্কর, বিরোধী দলনেতা ইন্দ্র হালদার প্রমুখ।

জমিয়তের উদ্যোগে ত্রাণ কোলাঘাটে

নিজস্ব প্রতবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জমিয়তে উলামার উদ্যোগে কোলাঘাট থানার অন্তর্গত ভোগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপাকুরিয়া গ্রামে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা দুর্গত ১ হাজার পরিবারের হাতে বস্ত্রাদী প্রদান করা হয়েছে। ত্রাণ বিতরণে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুস সামাদ, পাঁশকুড়া ব্লক সভাপতি মুফতি আজিজুর রহমান, কোলাঘাট ব্লকসম্পাদক আফতাব মল্লিক, মুফতি মুকাব্বির , হাফেজ ইলিয়াস সাহেব সহ ব্লক জমিয়তে উলামার সদস্যরা।

বাবার স্মৃতিতে বিধায়ক বাইরনের নানা উদ্যোগ

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: সাগরদিঘী তথা কাবিলপুর অঞ্চলের জন্য ভীষণ খুশির খবর দিল সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাস। আগামী ৩০শে অক্টোবর বুধবার সাগরদিঘীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মেঘা অনুষ্ঠান, সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাসের বাবা মারহুম বাবর বিশ্বাসের স্মৃতিতে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান সেই সঙ্গে দুই হাজার ইউনিট রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরনের আয়োজন করা হয়েছে সাগরদিঘীতে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছে সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাস। তিনি আরও জানান এর আগে আমরা ৫ হাজার ইউনিট রক্তদান শিবির করে ছিলাম এবারেও সাগরদিঘীতে রক্ত দানে সাড়া ফেলবে। ঐদিন মেঘা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিখ্যাত ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। সাগরদিঘীর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তরঙ্গ ওয়েলফেয়ার ট্রাসের সভাপতি ইফতিকার আলম জানান, সাগরদিঘীর মাটিতে আমরা সপ্তাহ ব্যাপী রক্তদান শিবির করেছি। কিন্তু এই প্রথমবার বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাসের উদ্যোগে এক দিনে দুই হাজার ইউনিট রক্তদান শিবির হতে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স তুলে দিচ্ছেন।

কালাচ সাপের কামড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু, শোকের ছায়া ক্যানিংয়ে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম অমূল্য সরদার(৬৯)।ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের কুলতলি নারায়ণতলা এলাকায়।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে নারায়ণতলার বাসিন্দা অমূল্য সরদার।বৃহস্পতি বার রাতে খাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন।শুক্রবার সকালে পরিবারের লোকজন অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পায় বিছানার মধ্যে।তারা চিকিৎসার জন্য অমূল্য কে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপ মন্ডল বুঝতে পারেন বৃদ্ধকে কালাচ সাপ কামড় দিয়েছে।তিনি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চিকিৎসা শুরু করেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। কালাচ সাপের তীক্ষ্ণ বিষের কাছে হার মানে চিকিৎসা পরিষেবা। মৃত্যু হয় বৃদ্ধ অমূল্য সরদারের।এমন ঘটনায় নারায়ণতলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

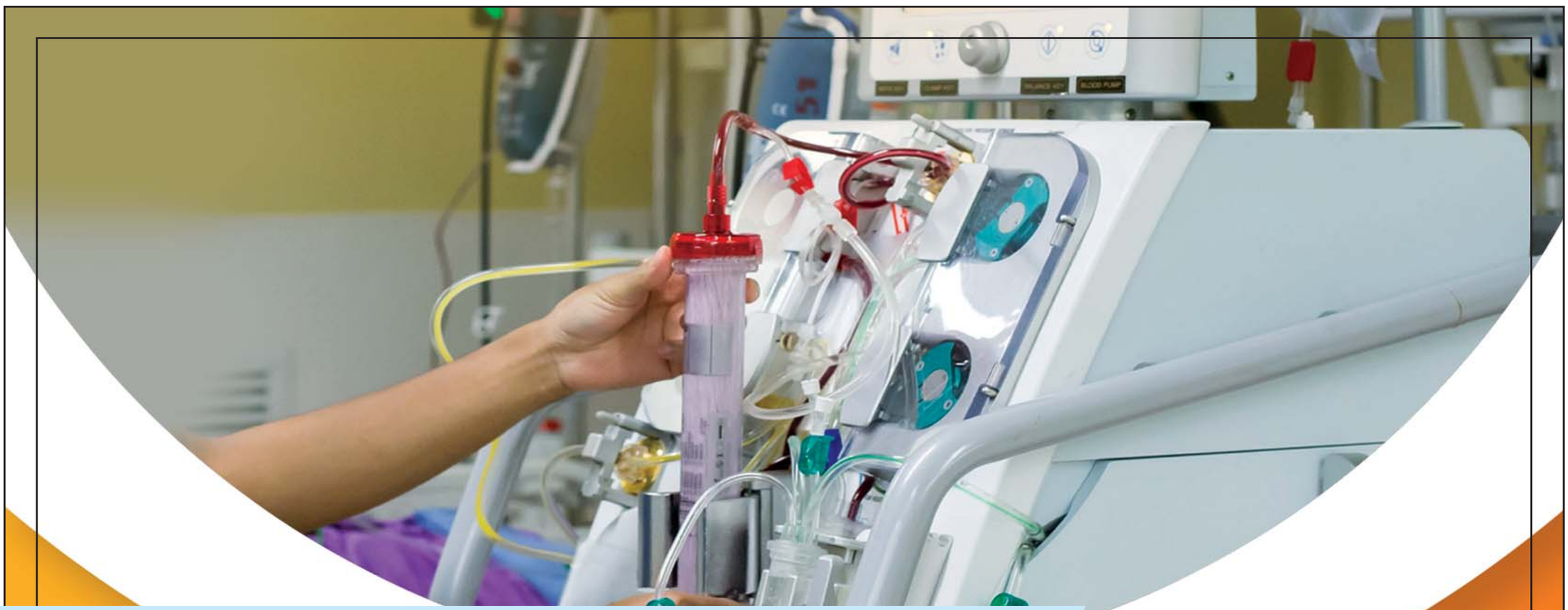

আগে চাকরি পরে ডিগ্রী

100% JOB PLACEMENT

ভর্তি চলছে

মেয়াদ
২ বছর
৩ মাস অনলাইন
+
২১ মাস হসপিটাল

ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনলোজি (DDT)

CHECKMATE CAREER DESIGNING FUTURE + enpidia powered by nephroplus Dialysis Training Academy = Powered by nephroplus dialysis made easy

৪র্থ মাস থেকেই আয়ের সুবিধা

ভর্তির জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি

কোর্স ফি: 65,000/-

CHECKMATE CAREER DESIGNING FUTURE
PARK CIRCUS | KOLKATA

Contact :
81000 57613 / 98042 81628

ইন্দো-ফরাসি টুর্নামেন্টে অংশ নিতে প্যারিসে যাচ্ছে মহামেডানের অনূর্ধ্ব-১৮ দল

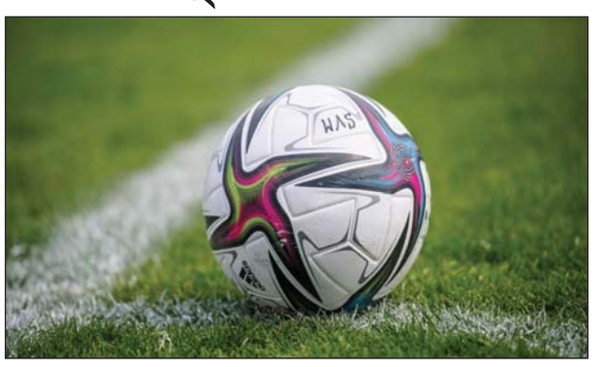

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: মহামেডান এসসির অনূর্ধ্ব-১৮ স্কোয়াড ইতিহাস তৈরি করতে প্রস্তুত কারণ তারা ২৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হওয়া মর্যাদাপূর্ণ ইন্দো-ফরাসি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রথম পেশাদার ভারতীয় ক্লাব হয়ে উঠেছে। এই যুগান্তকারী ইভেন্টটি তাদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ উপস্থাপন করো প্যারিস সেন্ট জার্মেই এবং প্যারিস এফসি-র মতো বিখ্যাত ক্লাব সহ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহামেডান এসসি থেকে তরুণ প্রতিভা। সাম্প্রতিক সময়ে, ভারতীয় যুব দলগুলি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের ছাপ তৈরি করছে।

উল্লেখ্য, বিগত বছরে বেশ কয়েকটি ক্লাব বিদেশে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। মুম্বাই সিটি এফসি-এর অনুর্ধ্ব-১৫ দল মিনা কাপ ২০২৪-এর সময় তরঙ্গ তৈরি করেছিল, যখন পাঞ্জাব এফসি-এর অনুর্ধ্ব-২১দল নেক্সট জেনারেশন কাপ ২০২৪-এ তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল, অ্যাস্টন ভিলা এবং এভারটনের একাডেমি দলগুলিকে ২-০এবং-২-এর স্কোরে চিত্তাকর্ষকভাবে পরাজিত করেছিল। এই অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী টুর্নামেন্টে ভারতীয় ফুটবলের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে শক্তিশালী করে এবং দেশের খেলাধুলার ভবিষ্যৎ এর জন্য শুভ সূচনা করে। মহামেডান এসসি-র অনূর্ধ্ব-১৮ দলটি প্যারিসে সম্মানিত ইন্দো-ফরাসি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উদ্বোধনী ভারতীয় পেশাদার ক্লাব হয়ে ইতিহাস তৈরির পথে রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষটি উদীয়মানদের জন্য একটি রোমাঞ্চকর সুযোগ দেয়া মহামেডান এসসি-এর প্রতিভা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করতে পারে, যেমন প্যারিস সেন্ট-জার্মেই এবং প্যারিস এফসি-এর মতো সুপরিচিত দল। সম্প্রতি, ভারতীয় যুব স্কোয়াডগুলি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে তাদের ছাপ রেখে চলেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গত বছরের তুলনায় অনেক ক্লাব আন্তর্জাতিকভাবে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মিনা কাপ ২০২৪-এর সময়, মুম্বাই সিটি এফসি-এর অনূর্ধ্ব-১৫ দল মনোযোগ আকর্ষণ করে, অন্যদিকে পাঞ্জাব এফসি-এর অনূর্ধ্ব-২১ দল নেক্সট জেনারেশন কাপ ২০২৪-এ তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে, অ্যাস্টন ভিলা এবং এভারটনের একাডেমি দলকে ২-০ এবং ২-১স্কোরে পরাজিত করে। যথাক্রমে এই সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবলের ক্রমবর্ধমান প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করে এবং দেশের খেলাধুলার ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্বকাপ নয়, মেসির লক্ষ্য এখন উপভোগ আর সুস্বাস্থ্য

আপনজন: ক্যারিয়ারে সম্ভাব্য প্রায় সব শিরোপাই জিতেছেন। আর যাই হোক, সাফল্য নিয়ে কোনো অপূর্ণতা থাকার কথা নয়। বয়সও সাঁইত্রিশ পেরিয়ে গেছে গত জুনে। ক্যারিয়ার নিয়ে লিওনেল মেসির এই মুহূর্তের ভাবনা কী? সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় সব জায়গাতেই এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামেও স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কার 'আমেরিকা লেজেন্ড' পুরস্কার নেওয়ার সময় এমন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৬টি ট্রফি জয়ের স্বীকৃতি হিসেবে মেসির হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মার্কার পরিচালক হুয়ান ইগনাচিও গ্যালার্দো ও ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক হোর্হে মাস। সেখানে মেসির কাছে জানতে চাওয়া হয়, এ মুহূর্তে ক্যারিয়ার নিয়ে তাঁর কাছে কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে? ওঠে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনার প্রসঙ্গও। মেসি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে মনস্থির করার চেয়ে সুখ এবং সুস্বাস্থ্য ধরে রাখাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বলিভিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর মেসিকে পরের বিশ্বকাপ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি পরিষ্কার করে কিছুই বলেননি, 'এই ম্যাচগুলোই আমার শেষ হতে পারে'। কাল মার্কার পুরস্কার হাতে নিয়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি খেলবেন না, সে বিষয়ে আগেভাগে সিদ্ধান্ত নিতে চান না, 'দেখা যাক কী হয়। আমি আগেভাগেই ভাবতে পছন্দ করি না। প্রতিটি দিন উপভোগের চেষ্টা করি। আশা করি এই পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারব, ভালো অনুভব করব এবং সুখী থাকব। যেটা ভালোবাসি সেটা যখন করার সুযোগ পাই তখন ভালো থাকি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার চেয়ে এটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য স্থির করিনি, কিন্তু প্রতিটি দিন ধরে ধরে ভালো থাকার চেষ্টা করছি।'

মার্কার হিসাব অনুযায়ী ক্যারিয়ারে ৪৬টি ট্রফি জয়ের পাশাপাশি ৫৬টি ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতেছেন মেসি। যদিও ইএসপিএনের হিসাব অনুযায়ী, আর্জেন্টাইন তারকার মোট ট্রফিসংখ্যা ৪৮। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ক্যারিয়ারে জেতা প্রথম শিরোপাটির কথা মনে আছে কি না? মেসি বলেছেন, 'ছোটবেলায় জেতা প্রথম ট্রফির ছবি দেখেছি। কিন্তু মনে নেই সেভাবে। খুব অল্প বয়স থেকে ফুটবল উপভোগ করি। এটা আমার প্যাশন।' মেসি জানিয়েছেন, ট্রফি গুণে রাখার অভ্যাস তাঁর নেই। আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলতে কেমন লাগে এবং বর্তমান সময় কেন উপভোগ করছেন সেটাও বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির এই ফরোয়ার্ড।

শেষ বলে আউট কোহলি, জমে উঠেছে বেঙ্গালুরু টেস্ট

আপনজন ডেস্ক: দারুণ শুরুর পর তৃতীয় দিনের শেষটাও দারুণভাবে করতে চেয়েছিল ভারত। তবে শেষ বলে বিরাট কোহলির উইকেট হারিয়ে সেই চাওয়া পুরোপুরি পূরণ হয়নি তাদের। স্পিনার গ্লেন ফিলিপসের বলে ৭০ রানে দিনের শেষ বলে আউট হন কোহলি। তাতে ভাঙে সরফরাজের সঙ্গে তাঁর ১৩৬ রানের জুটি। ৩৫৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামা ভারত তৃতীয় দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে। এখনো পিছিয়ে ১২৫ রানে।

বেঙ্গালুরু টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরুটা ভারত করেছিল দুর্দান্ত। প্রথম ১৫ ওভারে বল হাতে তুলে নিয়েছে ৪ উইকেট। তবে মাঝের সময়টাতে চলেছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের দাপট, আরও নির্দিষ্ট করে বললে রাচিন রবীন্দ্র ও টিম সাউদির।

যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন দেশের বাইরে 'ঘরের মাঠে' সেঞ্চুরি করা রবীন্দ্র, ফিফটি করে তাঁকে সহায়তা করেছেন সাউদি। অষ্টম উইকেট জুটিতে এই দুজনের ১৩৭ রানের সুবাদে বেঙ্গালুরু টেস্টে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড লিড পেয়েছিল ৩৫৬ রানের।

ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে কোনো সফরকারী দলের এটি যৌথভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ লিড। টেস্টে ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বড় লিড নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৮ সালে মুম্বাই টেস্টে ৪৯০ রানের।

প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হওয়া ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটেই তোলে ৭২ রান। যশস্বী জয়সোয়াল ৩৫ রানে আউট হলেও ফিফটি পান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে ৫২ রানে আউট হন এজাজ প্যাটেলের বলে। জয়সোয়ালও ফেরেন এই প্যাটেলের স্পিনেই। ব্যাট হাতে এরপরের গল্পটা বিরাট কোহলি ও সরফরাজ আহমেদের। পাল্টা আক্রমণে দুজনে গড়েন শতরানের জুটি। ফিফটি পান দুজনই। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়া এই দুই ব্যাটসম্যানই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছেন। বিশেষ করে সরফরাজ। এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি পেয়েছেন ৪২ বলে। সেই তুলনায় কোহলি খেলেছেন দেখেশুনে। ফিফটি করেছেন ৭০ বলে। তবে কোহলি সরফরাজের মতো অপরাজিত থেকে দিন শেষ করতে পারেননি। ৭০ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন সরফরাজ।

এর আগে ৩ উইকেটে ১৮০ রান নিয়ে দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড ২৩৩ রানেই হারায় ৭ উইকেট। তখন রাচিনের রান ছিল মাত্র ৪২। সেখান থেকে সাউদিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করেন রবীন্দ্র।

ভারতের মাটিতে টেস্টে ২০১২ সালের পর কোনো নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানের এটিই প্রথম সেঞ্চুরি। সর্বশেষ সেঞ্চুরি করেছিলেন রস টেলর। অন্য কারণেও রাচিনের জন্য এই সেঞ্চুরি বিশেষ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটারের আদি বাড়ি এই বেঙ্গালুরুতেই। নিউজিল্যান্ডে স্থায়ী হওয়ার আগে বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ক্রিকেটও খেলেছেন রবীন্দ্রের বাবা।

সাউদিকে ভুলেও গেলে চলবে না। এই পেসার ৪ ছক্কায় খেলেছেন ৬৫ রানের ইনিংস। সাউদি ও রবীন্দ্র শতরানের জুটি গড়েছেন ৬.২৭ রান রেটে। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব।

বেঙ্গালুরু টেস্টের তৃতীয় দিনে রান উঠেছে ৪৫৩। ভারতের মাটিতে এক দিনে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ৪৬ ও ২৩১/৩ (সরফরাজ ৭০*, কোহলি ৭০, রোহিত ৫২; প্যাটেল ২/৭০, ফিলিপস ১/৩৬)

নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৯১.৩ ওভারে ৪০২ (রবীন্দ্র ১৩৪, কনওয়ে ৯১, সাউদি ৬৫; জাদেজা ৩/৭২, অশ্বিন ১/৯৪, কুলদীপ ৩/৯৯)।

বাবার শহরে সেঞ্চুরি করে গর্বিত রাচিন

আপনজন ডেস্ক: বেঙ্গালুরুর মাঠকে পয়া মনে করতেই পারেন রাচিন রবীন্দ্র। নিউজিল্যান্ডের হয়ে এই মাঠে সব সংস্করণ মিলিয়ে ৩ ম্যাচ খেলে দুটি সেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। অন্যটিতে করেছেন ৪২ রান। রাচিন সবশেষ সেঞ্চুরিটি পেয়েছেন আজ ভারতের বিপক্ষে টেস্টে। এই মাঠেই সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে করেছিলেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি বিদেশের মাটিতে প্রথম। তবে বেঙ্গালুরুকে ঘরের মাঠই মনে করতে পারেন তিনি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ড ব্যাটারের আদি বাড়ি যে এই বেঙ্গালুরুতেই। তার বাবা নিউজিল্যান্ডে স্থায়ী হওয়ার আগে এই শহরের এক ক্লাবের হয়ে ক্রিকেটও খেলেছেন। সবমিলিয়ে 'ঘরের মাঠের' সেঞ্চুরিটা তার জন্য বিশেষই। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে এমনটিই জানিয়েছেন রাচিন। কারণ সেঞ্চুরির সময় তার বাবা ছিলেন গ্যালারিতে। তার পরিবারের ঘরের শহরে সেঞ্চুরি করতে পেরে গর্বিত তিনি। ২৪ বছর বয়সী ব্যাটার বলেছেন, 'এটা অবশ্যই বিশেষ। বিশাল ভীড়ের মাঝে আমার বাবার থাকাটা। আরও অনেক পরিবার ম্যাচটি দেখেছে। জানি তারা গর্বিত এবং এমনটা করতে পেরে আমি আনন্দিত যে তাদের ঘরের শহরে আত্মীয়র খেলা দেখতে পেরেছে। এটা খুবই দুর্দান্ত। জানি, আমার বাবা এবং মা এতে গর্বিত হবেন।' রাচিনের ১৩৪ রানে কল্যাণে বেঙ্গালুরুতে এখন জয়ের স্বপ্ন দেখছে নিউজিল্যান্ড। কারণ দুই ইনিংস মিলিয়ে তাদের রান এখন শোধ দিতে পারেনি ভারত। ১২৫ রানে পিছিয়ে আছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার দল। ভারত প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ৩ উইকেটে ২৩১ রান। আর নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে করেছে ৪০২ রান।

পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট-সম্পর্ক পুনরায় চালুর আলোচনা হয়নি, বলল ভারত

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনরায় চালু নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠকে অংশ নিতে সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে যান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার সেখানে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভির সঙ্গে জয়শঙ্করের বৈঠকে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হয় বলে কিছু গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়। খবরে বলা হয়, ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট চালুর বিষয়ে দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। যার শুরুটা হবে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মাধ্যমে। ক্রিকেটবিষয়ক খবরটি সঠিক নয় জানিয়ে প্রশ্নকর্তা সাংবাদিকের উদ্দেশে জয়সোয়াল বলেন, 'ক্রিকেট নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি হয়নি, আমি বলব এমন কিছুই ঘটেনি। যে প্রতিবেদনটি আপনি দেখেছেন, সেটি সঠিক নয়।' ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে সর্বশেষ খেলতে গেছে ২০০৮ সালে। আর পাকিস্তান দল ভারতে গেছে ২০১২ সালে। এরপর দুই দল শুধু আইসিসি বা এসিসির টুর্নামেন্টেই মুখোমুখি হয়েছে। পাকিস্তানের দিক থেকে আগ্রহ থাকলেও ভারত সরকার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাদের ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। সর্বশেষ ২০২৩ এশিয়া কাপের সময় ভারত সরকার পাকিস্তানে দল না পাঠানোয় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটির বেশির ভাগ ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তর করা হয়। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই টুর্নামেন্টে খেলতে ভারতের দল পাকিস্তানে যাবে কি না, এখনো পরিষ্কার নয়। এরই মধ্যে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে না যেতে পারে, এই ভাবনা থেকে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

রোনালদোর সেকেন্ডে আয় ১০৯৮ টাকা, তাঁর পেছনে মেসি

আপনজন ডেস্ক: মাঠে সেরা সময়টা অনেক আগেই পার করে এসেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু তাঁর আয় বেড়েই চলেছে। সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলারের তালিকায় এবারও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রোনালদো।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত অর্থ ও বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী ফোর্বস গত রাতে ২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে। বছরে রেকর্ড ২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার (৩ হাজার ৪১৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা) আয় করে সবার ওপরে রোনালদো। দুইয়ে রোনালদোর দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। তবে মেসির পারিশ্রমিক রোনালদোর অর্ধেকেরও কম–১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার (১ হাজার ৬১৮ কোটি ২৯ লাখ)। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় বছর রোনালদোর পেছনে রইলেন মেসি।

গুরুতর চোটের পর অস্ত্রোপচার ও পুনর্বাসন-প্রক্রিয়া মিলিয়ে ঠিক এক বছর ধরে মাঠের বাইরে থাকা নেইমার তিন নম্বরে। সারা বছর না খেলেও তাঁর পারিশ্রমিক ১১ কোটি ডলার (১ হাজার ৩১৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা)।

ফোর্বস খেলোয়াড়দের বার্ষিক আয়ের এই তালিকা করেছে বেতন, বোনাস, পৃষ্ঠপোষকসহ সব ধরনের আয়ের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে। এই আয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাঠ থেকে ও মাঠের বাইরে থেকে।

শীর্ষে থাকা রোনালদোর সিংহভাগ আয় আসে মাঠ থেকে; ২২ কোটি ডলার (২ হাজার ৬৩৭ কোটি ২১ লাখ টাকা)। বাকি ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার (৭৭৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা) তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা হয় মাঠে বিভিন্ন খাতের আয় থেকে।

ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, রোনালদো সেকেন্ডে ৯.১৬ ডলার বা ১ হাজার ৯৮ টাকা আয় করেন।

১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যেসব ক্রীড়াবিদ ফোর্বসের তালিকায় উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শুধু সাবেক বক্সার ফ্লয়েড মেওয়েদারই এক বছরে রোনালদোর চেয়ে বেশি আয় করেছেন।

রোনালদোর বিলাসবহুল জীবন

রোনালদোর বিলাসবহুল জীবনএক্স ৩৯ বছর বয়সী রোনালদোর এই আকাশচুম্বী আয় বিশ্ব ফুটবল-বাণিজ্যে তাঁর অতুলনীয় আবেদন ও বিপণনযোগ্যতাকে তুলে ধরে। গত বছর তাঁর পারিশ্রমিক ছিল ২৬ কোটি ডলার (৩ হাজার ১১৬ কোটি ৭১ লাখ টাকা)। অর্থাৎ, এ বছর পর্তুগিজ মহাতারকার পারিশ্রমিক বেড়েছে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার (২৯৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকা)।

পারিশ্রমিকে শীর্ষ পাঁচ ফুটবলারের শুধু একজন খেলেন ইউরোপীয় ক্লাবে–রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপ্পে। বছরে এমবাপ্পের আয় ৯ কোটি ডলার (১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৬ লাখ টাকা)। শীর্ষ দশের মধ্যে আছেন ইউরোপীয় ক্লাবে খেলা পাঁচজন–এমবাপ্পে ছাড়া অন্য চারজন ম্যানচেস্টার সিটির দুই তারকা আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা, রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ।

বছরে আয়ে শীর্ষ দশ ফুটবলারের চারজনই সৌদি প্রো লিগে খেলেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে তিনজন, লা লিগা থেকে দুজন এবং মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে একজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন।

সাড়ে তিন বছর পর ঘরে টেস্ট জিতল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: শোয়েব বশিরের ব্যাট হয়ে বলটা সিলি পয়েন্টে আবদুল্লাহ শফিকের হাতে যেতেই আকাশে মুখ করে একটা চিৎকার দিলেন নোমান আলী। এ যে স্রেফ একটা উইকেট নয়, পাকিস্তানের দীর্ঘ অপেক্ষা ঘুচে যাওয়ার মুহূর্ত! সাড়ে তিন বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ের মুহূর্ত। চতুর্থ ইনিংসে ২৯৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা ইংল্যান্ডকে ১৪৪ রানে থামিয়েছে নোমানের দল। ১৫২ রানের জয়ে পাকিস্তান শুধু ঘরের মাঠে টানা সাত টেস্ট হারের বেদনাময় অধ্যায়ের সমাপ্তিই টানেনি, সিরিজেও এনেছে সমতা। আর বহু আকাঙ্খার এই জয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ টিসহ ১১ উইকেটই নোমানের। পাকিস্তান দেশের মাটিতে সর্বশেষ টেস্ট জিতেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এরপর টানা ১১ টেস্টে জয় দেখেননি শান মাসুদ-বাবর আজমরা। তিন বছর আট মাসের অপেক্ষা শেষের সম্ভাবনা গতকাল মুলতানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে পাকিস্তান। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ২৬১ রান, পাকিস্তানের ৮ উইকেট। আজ দিনের দ্বিতীয় ওভারেই ওলি পোপকে ফিরিয়ে সেই জয়ের পথে এগিয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু করেন সাজিদ খান। এরপর বাকি কাজটা একা নোমানেরই।

মুলতানের এই পিচে প্রথম টেস্টে পাঁচ দিন খেলা হয়েছে বলে এটি ছিল কার্যত নবম দিনের উইকেট। স্পিনাররা সহায়তা পাচ্ছিলেন আগের দিন থেকেই। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানেরা গতকালের মতো আজও টিকে থাকা ও রান তোলার জন্য সুইপ-রিভার্স সুইপেই ভর করেছেন বেশি। এই সুইপ-রিভার্স সুইপ খেলেই ৩৬ বলে ৩৭ রানের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তবে নোমানকে এগিয়ে এসে ওড়াতে গিয়ে হয়েছেন স্টাম্প। আটে নামা ব্রাইডন কার্স মেরেছেন তিন ছক্কা, কিন্তু রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছেন স্লিপে। স্টোকস, কার্স থেকে শুরু বশির–চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের পতন হওয়া ৮ উইকেটের সাতটিই নিয়েছেন নোমান। সব মিলিয়ে বাঁ হাতি এ স্পিনার দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৪৬ রানে ৮ উইকেট। ইংল্যান্ডের ইনিংস থেমেছে ৩৩.৩ ওভারেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান: ৩৬৬ ও ২২১ (সালমান ৬৩, শাকিল ৩১, কামরান ২৬, রিজওয়ান ২৩; বশির ৪/৬৬, লিচ ৩/৬৭, কার্স ২/২৯)।

ইংল্যান্ড: ২৯১ ও ১৪৪ (স্টোকস ৩৬, কার্স ২৭, পোপ ২২; নোমান ৮/৪৬, সাজিদ ২/৯৩)।

ফল: পাকিস্তান ১৫২ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সাজিদ খান।

সিরিজ: তিন টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয়টি শেষে ১-১ সমতা

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**